॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

সার ওয়াল্টার স্কটের

# আইভ্যানহো

দুর্গাদাস সরকার

এভারেস্ট বুক হাউস

॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

এভারেস্ট বুক হাউস
এ১২এ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত
ডি. কে. ঘোষ
নিউ লক্ষ্মীশ্রী প্রেস
১৯, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত

আচ্ছাদনশিল্পী
দুর্গাদাস সরকার
এক রুপয়া

আমার চিরকালের ধারণা যে সবচেয়ে ভালো গদ্য কবিদের হাত থেকেই বার হয়। শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখকরা ছন্দে গেঁথে পংক্তি সাজিয়ে পদ্য লিখুন বা না লিখুন অন্তরে তাঁরা কবি। ভাষার ওপর কবির দখল না থাকলে শব্দ সম্বন্ধে সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সচেতনতা সহজাত না হলে উৎকৃষ্ট গদ্য লেখা অসম্ভব।

সকল দেশে সব যুগেই কবিদের গদ্যে প্রাধান্যের এই প্রমাণ প্রচুর। আমাদের দেশেও তার দৃষ্টান্ত দেখাতে রবীন্দ্রনাথকেই সম্বল করবার প্রয়োজন নেই।

একটি বিদেশী বইএর সংক্ষিপ্ত অনুবাদের ভূমিকা লিখতে বসে এ সব কথা তোলার কারণ এই যে, এই অনুবাদের ভেতরও আমার ধারণার সমর্থন খুঁজে পাচ্ছি।

যে বিদেশী বইটির অনুবাদ পড়ছি তা এ যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার অগ্রপথিক স্যার ওয়াল্টার স্কট এর লেখা বিখ্যাত উপন্যাস আইভ্যানহো। অনুবাদ করেছেন শ্রীদুর্গাদাস সরকার।

দুর্গাদাস সরকার কবি হিসাবেই আমাদের কাছে সুপরিচিত। তাঁর হাতের এ অনুবাদেও কবির স্পর্শ পাচ্ছি। সে কবির স্পর্শ মানে মূলে গোঁজামিল দেওয়া ভাষার নিরর্থক কারিকুরি উচ্ছ্বাস নয় এমন একটি সরল স্বাচ্ছন্দ্য যাতে বিদেশী উপন্যাস ভাষান্তরে সব আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠেছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে স্যার ওয়াল্টার স্কটের আইভ্যানহোর আবেদন আজো অক্ষুণ্ণ। বাংলা ভাষায় এ উপন্যাসটির যথোচিত সমাদর হবে বলেই বিশ্বাস করি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

২৩. ১২. ৭২

অনেককাল আগেকার কথা। ইংলণ্ডের সাধারণ অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয়। ছোট-বড় সামন্ত রাজারা নিজেদের ক্ষমতা জাহির করতে ব্যস্ত। তার জন্য চাই অর্থ। তাই সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না।

এই যে এমন অবস্থা, এ শুধু একজনের অভাবে। ইংলণ্ডেশ্বর রিচার্ড তখন অস্ট্রিয়ার ডিউকের হাতে বন্দী। রিচার্ড নিজে ছিলেন নরম্যাণ্ড জাতীয় লোক। ফ্রান্সের নরম্যানদের সঙ্গে ইংলণ্ডের স্যাক্সনদেব ভারি বিবাদ। কিন্তু রিচার্ড-এর মতো মহৎ রাজা হয় না। তাই সাধারণ লোকজন চাইছিলো—তিনি কখন ফিরে আসেন। তিনি এলে এক নিমেষে সব দুঃখ ভুলে যাবে তারা। রিচার্ডের ভাই হচ্ছেন রাজকুমার জন। তিনি এবং তাঁর নরম্যাণ্ড জাতীয় মঠের পুরোহিত ও সামন্ত রাজারা দু'চোখে দেখতে পারতো না ইংলণ্ডের অধিবাসী স্যাক্সনদের। স্যাক্সনদের ওপর কে কত অত্যাচার চালাতে পারে তার প্রধান পাণ্ডা ও উৎসাহদাতা ছিল রাজকুমার জন। সুতরাং নরম্যানদের কাছে জনের আমলের মতো যেন সুখের আমল আর হবে না। তাই তারা মনে মনে কামনা করতো ইংলণ্ডেশ্বর রিচার্ড যেন আর ফিরে না আসেন। এদিকে তলে তলে রাজকুমার জন চেষ্টা চালাচ্ছিলেন, যাতে রিচার্ড চিরকাল

জেলেই কাটান। তাহলে জনই চালাবেন রাজত্ব। অবশ্য রাজত্বের উত্তরাধিকারী ছিল আর একজন। তার নাম আর্থার ডিউক-অফ-বৃটানি। আর্থার হচ্ছে, জনের বড় ভাই জিওফ্রি প্লাণ্টাজেনেটের ছেলে। সেই উত্তরাধিকারীকেও সরিয়ে ফেলার পাকা ব্যবস্থা করলেন জন। রাজকুমার জনের সাহায্যকারীর ত অভাব নাই। যারা শঠ, চরিত্রহীন, নিছক আমোদে-প্রমোদে দিন কাটাতে চায় ও পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে চায় তারা এসে যোগ দিল জনের সঙ্গে।

এমনি দু'জনের একজন হচ্ছেন প্রায়র আয়মার, অন্যজন হচ্ছেন নাইট টেম্পলার ব্রায়ান। দু'জনেই নরম্যান।

প্রায়র আয়মার হচ্ছেন ভক্সআবির মঠাধ্যক্ষ। মঠাধ্যক্ষ হলে কি হয়, আচার-আচরণে পুরো দস্তুর গৃহীদেরও তিনি হার মানান। অবশ্য তিনি খুব বদ্‌মেজাজী নন, বরং তাঁকে ফুর্তিবাজই বলা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর একটা বিশেষ ক্ষমতা ছিল। যখন যেমন, তখন তেমন মুখের ভাব পরিবর্তন করতে তাঁর মতো ওস্তাদ কেউ ছিল না। তাই তাঁর যতোই চরিত্রদোষ বা অন্যান্য বদগুণ থাকুক্ না কেন, তিনি খাটি ও সৎব্যক্তি হিসাবেই দশজনের কাছে পরিচিত ছিলেন। অন্যায় যদি বা কিছু তাঁর মধ্যে প্রকট হয়ে দেখা দিত, সেটা সকল ধর্মযাজকের একটা গুণ বলেই গৃহীত হোত!

ব্রায়ানের আচার-আচরণ যেমনই হোক, আসলে তিনি একজন মস্ত বীরপুরুষ। তিনি প্যালেষ্টাইনে খৃষ্টানধর্ম বিরোধীদের সঙ্গে প্রচণ্ডতম যুদ্ধ করে নিজের বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বীরের মত তাঁর সাজ-পোষাক।

প্রায়র ও ব্রায়ান তাঁদের অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন। আকাশে বেশ ঘনঘটা। অপরিচিত পথ। তাঁরা ঠিক করে ফেলেছেন যে আজ রাত কাটাবেন ফ্রাঙ্কলিন-ভবনে।

রদারহুডে হচ্ছে ঐ ফ্রাঙ্কলিন ভবন। ঐ ভবনের মালিক স্বয়ং সিড্রিক। তিনি সিড্রিক-দি-স্যাক্সন বলে পরিচিত। গোঁড়া স্যাক্সন তিনি, বলাই বাহুল্য। কিন্তু নরম্যানদের অত্যাচারেও ভয় কাকে বলে তা তিনি জানেন না। নিজের প্রতিজ্ঞায় তিনি অচল, অটল। তা নইলে নিজের ছেলে উইলফ্রেড আইভান্‌হোকে তিনি ত্যাজ্যপুত্র বলে ঘোষণা করেন! আইভান্‌হোর মতো বীর হয় না। স্বয়ং রাজা রিচার্ড তার বীরত্বের স্বীকৃতি দান করেছেন। কিন্তু সিড্রিক যেমন ন্যায়পরায়ণ তেমনি বিজ্ঞপুরুষ। আশ্রিতা লেডী রোয়েনা তাঁর কন্যাসদৃশা। আইভ্যান্‌হো সেই অপরূপ সুন্দরী মেয়ের প্রতি অনুরাগদৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। তাই সিড্রিক পুত্রের এমন দোষ ক্ষমা করতে পারেন নি। ব্রায়ান শুনেছেন রোয়েনার রূপগুণের কথা। কথা নয় যেন রূপকথা। সেই রূপকথার রাজকুমারীর রূপদর্শন করবেন তিনি। প্রায়র চালাক লোক। ব্রায়ানের মতো একগুঁয়ে নন। তিনি ব্রায়ানকে সতর্ক করে দিয়েছেন—সিড্রিক একেই স্যাক্সন আর তাঁরা নিজেরা নরম্যান, এবং ব্রায়ান যতো বড়ই বীর হোক না কেন, সিড্রিক তাঁর হঠকারিতাকে প্রশ্রয় দেবে না।

ফ্রাঙ্কলিন-ভবনে আসার সঠিক পথ পাওয়াই মুস্কিল। এদিকে অন্ধকার রাত্রি। কোনোদিকে কিছুই দেখা যায় না। এমন সময় ভাগ্যগুণে একজনের দেখা পাওয়া গেল। লোকটি খুব ঘুমোচ্ছিল।

তাকে জাগিয়ে তোলা হোলো। লোকটির পরিচয় নিতে গিয়ে জানা গেল, সে একজন পামার, তবে তার জন্মভূমি এখানেই। যিশুখৃষ্টের জন্মস্থান প্যালেষ্টাইনে সে তীর্থযাত্রা করেছে। তারই নিদর্শন স্বরূপ হাতে তার তালবৃন্ত, গায়ে কালো রংএর পোষাক। পামার তাঁদেরি একটি ঘোড়ায় চড়ে তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সিড্রিক ভবনের পরিখার বাইরে।

তাঁরা রদারহুডে ফ্রাঙ্কলিন-ভবন প্রাসাদের তোরণদ্বারের সামনে এসে দাঁড়ালে ব্রায়ান তাঁর আগমন-সঙ্কেত জানালেন। এদিকে স্থুরু হোল প্রচণ্ডতম বারিবর্ষণ।

সিড্রিককে জানানো হোলো তাঁদের আগমন-সংবাদ। সিড্রিক তো গোঁড়া স্যাক্সন। নরম্যানদের আগমনে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। তবু তিনি অতিথিবৎসল। তাই অবিলম্বে তাঁদের নিয়ে আসার জন্যে আদেশ করলেন। তিনি—আয়মার ও ব্রায়ান উভয়ের আচার আচরণ খুব ভালো ভাবেই জানেন, তাই অন্দর মহলে খবর পাঠালেন যাতে লেডী রোয়েনা তাঁদের সামনে বের না হয়।

প্রায়র ও ব্রায়ান তাঁদের অনুচরদের নিয়ে এলে সিড্রিক স্বয়ং মাত্র তিন পা এগিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। সিড্রিক সৎ, সাহসী এবং একগুঁয়ে। অতিথিদের তিনি অমান্য করলেন না; কিন্তু প্রধান অতিথি দু'জন নরম্যান হওয়ায় তাঁদের অভ্যর্থনা করতে গিয়ে তিনি তিন পায়ের অধিক অগ্রসর হলেন না। যেমন কথা, তেমনি তাঁর কাজ। নাইট টেম্পলারগণের নেতা ব্রায়ান-ডি-বইস-গিলবার্ট। তাই ব্রায়ান মস্ত বীর। প্যালেষ্টাইনে তিনি যুদ্ধ করেছেন। সিড্রিক

ইচ্ছা করলে তাঁর কাছ থেকে একমাত্র পুত্রের খবরাখবর পেতে পারেন। সন্তানবাৎসল্যে বৃদ্ধহৃদয় চঞ্চল। হয়তো তাঁর ত্যাজ্যপুত্র নরম্যানদের হাতে বন্দী! এখন এসব ভেবে কাজ নাই। প্রায়রের মতো মঠাধ্যক্ষ এসেছেন, বেশ ত; ব্রায়ানের মতো বীর নাইট এসেছেন, তাও উত্তম। কিন্তু উভয়েই সৎ ও অসৎ গুণের বশীভূত। রাত্রি যাপন করে তাঁরা সকালেই উঠে চলে যাবেন। যতক্ষণ তাঁরা থাকবেন, ততক্ষণ তাঁদের প্রতি সৎ ব্যবহার করার কথাই গৃহস্বামী সিড্রিক ভাবলেন।

অতিথিদের নিয়ে সিড্রিক আহারে বসেছেন। খাওয়া-দাওয়ার প্রচুর আয়োজন। এমন সময় খবর এলো নিষেধ সত্ত্বেও রোয়েনা আসছেন! লেডি রোয়েনা তাঁর অপূর্ব সুন্দর শ্রীতে সারা ঘর ঝলমল করে দিলেন। তিনি সিড্রিকের পাশে আসন গ্রহণ করলেন। চর্ব, চোষ্য, লেহ্য পেয় যেন ব্রায়ানের মুখে ওঠে না। একদৃষ্টে তিনি তাকিয়ে আছেন লেডি রোয়েনার দিকে। প্রায়রের অবস্থা তথৈবচ। কিন্তু তিনি নিজেকে কিছুটা সংযত করে রাখেন। ব্রায়ান ভয়-ডরের ধার ধারেন না। শেষে কিনা সিড্রিক নিজেই ব্রায়ানের দৃষ্টিকে সংযত করতে অনুরোধ করলেন।

ব্রায়ান অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি সিড্রিককে নিমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের কৃত্রিম যুদ্ধ অর্থাৎ টুর্ণামেণ্ট দেখতে যাবার জন্যে।

প্রায়র সিড্রিককে জানালেন যে, ব্রায়ান যখন বলছেন তখন

পথেও তাঁদের কোনো ভয় নেই। নিশ্চিন্ত অবস্থায় তাঁরা যেতে পারেন।

একজন ভৃত্য খবর নিয়ে এলো, একজন লোক বাইরে অপেক্ষা করছেন।

তাকে নিয়ে আসা হলে ঘরময় এমন অবস্থা হলো যে, সারা ঘরটা যেন দূষিত ও অশুদ্ধ হয়ে গেল। প্রায়র, ব্রায়ান নাসিকা কুঞ্চিত করলেন। কেউ কেউ ঠোঁট উল্টালেন। কিন্তু বেচারীর মনের অবস্থা তখন কে বুঝবে? হাড় জিরজিরে চেহারায় কালো রঙের ভেজা পোষাক পরেছে। বয়সের ছাপ পড়েছে চোখে মুখে। প্রায়র বা ব্রায়ান কেউ তাকে বসতে বললেন না। সিড্রিক কথাবার্তায় অন্যমনস্ক রয়েছেন। লোকটিকে দেখলে মায়া-দয়া হবার কথা। কিন্তু মায়া-দয়া দেখাবে এমন সাহস কার? সে যে ইহুদী। তার নাম আইজাক। ইহুদী হওয়ায় সবাই ঘৃণা করে তাকে। সে নাকি জানে শুধু ঋণ দিতে আর সুদের সুদ তস্য সুদ আদায় করতে। যাহোক, পামার নিজে উঠে তাকে আসন দিলেন এবং কাঁপুনি লাগা শরীরে যাতে আগুনের কিছু উত্তাপ ও খালি পেটের জন্য কিছু খাদ্য পায়, সে ব্যবস্থা করলেন।

সিড্রিক ব্রায়ানকে আর এক পাত্র পান করার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু তিনি আর পেরে উঠেন না। সিড্রিক তাঁর বীরত্বের প্রশংসা করলেন। ব্রায়ান নরম্যান হোলেও ক্রুশেডে গেছেন এইজন্য তিনি যথেচ্ছা প্রশংসা করলেন তাঁর।

নরম্যানরাই যেন সেরা বীর, এমন ভাব দেখালেন লেডি রোয়েনার সামনে ব্রায়ান।

রোয়েনা শুধু নরম্যানদের প্রশংসা শুনে কিছুটা মর্মাহত হলেন। তিনি জানতে চাইলেন, এমন কোনো ইংরেজ নেই যিনি প্যালেস্টাইনে নিজের বীরত্ব দেখিয়েছেন?

প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন ব্রায়ান। যেন ইংরেজরা মানে স্যাক্সনরা প্যালেস্টাইনে যিশুর পবিত্র কবর রক্ষার জন্যে তেমন কিছুই করতে পারেনি।

ব্রায়ানকে বাধা দিলেন পামার। তিনি নিজের চোখে যা দেখেছেন সেই খবর পরিবেশন করলেন নির্ভিকচিত্তে।

ব্রায়ান ত রাগে লাল। কারণ সেখানে ব্রায়ান এক কৃত্রিম যুদ্ধে একজন ইংরেজের হাতেই পরাজিত হয়েছেন।

কে সেই বীর?—সকলের চোখে মুখে সোৎসুক প্রশ্ন। সিড্রিকের অনুরোধে পামার সেই ইংরেজ বীরের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে নামটা যেন বিস্মৃত হয়ে গেলেন।

শেষে ব্রায়ান স্বয়ং সেই যুবক বীরের নাম উল্লেখ করলেন। সেই বীর হচ্ছেন "নাইট-অফ-আইভ্যান্‌হো"। অবশ্য নিজের পরাজয়ের কারণ স্বরূপ নিজের ঘোড়াটার ওপর যত দোষ চাপালেন। সুতরাং এখনো তিনি সেই যুবকের ওপর নিজের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারেন যদি এই সপ্তাহের কৃত্রিম যুদ্ধে আবার দুজন মুখোমুখি হয়।

পামার প্রতিশ্রুতি দিলেন যে আইভ্যান্‌হো প্যালেস্টাইন থেকে ফিরে এসে নিশ্চয়ই ব্রায়ানের কথার যথোচিত উত্তর দেবেন।

রোয়েনা ও সিড্রিক দৃঢ়চিত্তে পামারের কথায় সায় দিলেন। প্রায়র ব্রায়ানের অহঙ্কার দেখে ক্রমাগত মুষড়ে পড়ছিলেন। পাছে একটা সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া, মাত্রাধিক মদ খেয়েছেন তিনি। সুতরাং শয়নে শান্তিলাভই এখন তাঁর কাছে প্রধান কর্তব্য।

প্রায়র ও ব্রায়ান শয়ন-ঘরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন! ব্রায়ান আইজাককে, কৃত্রিম সমরক্ষেত্রে ব্যবসা করে দু'পয়সা লুটে নেওয়ার জন্য ব্যঙ্গের সঙ্গে নিমন্ত্রণ জানালেন। তারপর তাঁরা শয়ন ঘরে যাবার জন্য বিদায় নিলেন। সিড্রিক রোয়েনা তাঁদের লোকজনসহ গেলেন বাড়ির ভেতরের পথে।

সিড্রিকের ভৃত্য এনওয়াল্ড পামারকে নিয়ে যাচ্ছিল শোবার ঘরে। পামারের আর যাওয়া হলো না। তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন স্বয়ং লেডি রোয়েনা। পামার রোয়েনাব ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। এনওয়াল্ড অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকলো!

সরু পথ দিয়ে সাজানো গোছানো একটি চমৎকাব ঘরে এসে ঢুকলেন পামার। ঘরের ভেতবে চারটে মোমবাতি জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

উঁচু আসনে বসে রয়েছেন বোয়েনা। পামার তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে অভিবাদন জানালেন।

রোয়েনা খুশিমনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি ভারি মিষ্টি গলায় পামারের সত্যবাদিতার প্রশংসা করলেন।

রোয়েনা দু'জন সহচরীকে বাইরে যেতে নির্দেশ দিলেন। একমাত্র এলগিথা থাকলো কাছে।

রোয়েনা পামারের কাছে আইভ্যান্‌হোর খবর নিতে লাগলেন। আইভান্‌হোর জন্য রোয়েনার যেন উৎকণ্ঠার সীমা নেই। এমন ভাব দেখালেন, যাতে তিনি ছাড়া আর কারো যেন আইভ্যান্‌হোর ভাল মন্দ নিয়ে কোনোরকম মাথা ব্যথা নেই।

পামার হচ্ছেন প্যালেষ্টাইন থেকে ফিরে আসা একজন সাধু পুরুষ। বেশী কথার মানুষ ন'ন তিনি। তবু রোয়েনার উৎকণ্ঠা দেখে সাধু পুরুষেরও হৃদয় গললো। তিনি বললেন যে, আইভ্যান্‌হোর কথা লেডি রোয়েনা এতো ভাবেন জানলে তাঁর সঙ্গে তিনি পরিচয় করে আসতেন। তবে আইভ্যান্‌হোর ব্যাপারে অত ভাববার কারণ নেই। আইভ্যান্‌হো একাই একশ। প্যালেষ্টাইনের সমস্ত শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তিনি হয়তো খুব শীগ্‌গির এসে পৌঁছবেন। তাছাড়া, তাঁর পথে কোনো অসুবিধা হবার কারণ নেই। কেননা ফরাসী ভাষা তাঁর রপ্ত।

লেডি রোয়েনা ভগবানের উপর অবস্থা রেখে বললেন, তাঁর আসতে বিলম্ব হলে সব ওলট-পালট হয়ে যাবে। যদি এথেলষ্টেন টুর্ণামেণ্টে বিজয়ীর পুরস্কার পায়, তাহলে তার, এমন কি, আইভ্যান্‌হোর পর্যন্ত সব আশা শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

লেডি রোয়েনা যেমন উদ্বেগ ব্যাকুলতা প্রকাশ করে আইভ্যান্‌হোর জন্যে অনুরাগ দেখালেন, তেমনি সরল ভাষায় সহজ কথার ইশারায় আইভ্যান্‌হোর মনের খবর জানতে চাইলেন। কিন্তু পামার ত আইভ্যান্‌হোর অচেনা। তবু, আইভ্যান্‌হোর শরীরটা একটু শীর্ণ হয়েছে কিনা কিংবা চোখের কোণে কতটা কালি পড়েছে

—এমন সব খবর জানতে চাইলেন লেডি রোয়েনা। পামার সাধ্যমতো উত্তর দিলেন। শেষে পামারকে তাঁর বাল্যসখার খবরাদির দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ জানালেন। শুধু কি তাই—। রোয়েনা তাঁর হাতে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করলেন। উত্তম পানীয় আনানো হোল পামারের জন্য। তিনি সেই পানীয় নিজের ওষ্ঠে ঠেকিয়ে সমাদরে পামারের হাতে দিলেন।

পামার রোয়েনার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। এনওয়াল্ড তাঁকে শোবার ঘর দেখিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে এলো। পামার খৃষ্টভক্ত সন্ন্যাসী মানুষ। তিনি এনওয়াল্ডকে সেই ইহুদী আইজাকের শোবার ঘরটা কোনদিকে—তা জিজ্ঞেস করলেন।

এনওয়াল্ড ত খৃষ্টবিদ্বেষী কুকুরটার নাম শুনেই নাক সিটকালো। সে জানালো, ঐ কুকুরটা ঠিক পাশের ঘরেই আছে! বেটাকে বিদায় করে ঘরটা পরিষ্কার করা হোলে তবেই কোনো খৃষ্টান ঐ ঘরে ঢুকতে পারবে।

সিড্রিকের আজন্ম দাস গার্থের শোবার ঘর কোনটা—জানতে চাইলেন পামার।

এনওয়াল্ড হাত বাড়িয়ে দেখালো সেই ঘরটা। তারপর শোবার ঘরে এসে পামার সটান শুয়ে পড়লো খস্‌খসে খড়ের বিছানায়।

রাতে ঘুম ভালোই হোল পামারের। ভোর হয়ে গেছে। এখন উষালগ্ন। ঈশ্বরের উপাসনা সেরে সোজা তিনি আইজাকের ঘরে এসে হাজির।

আইজাক তখন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে ভয়ে গোঁ গোঁ করছিল।

পামার তাকে উঠিয়ে তখুনি পালিয়ে যেতে বললেন।—পালাও নইলে সমূহ বিপদ। প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে—বললেন পামার।

আইজাক ভাবলো তাহলে স্বপ্নটাই কি সত্যি? হায় তাকে কে-ই বা রক্ষা করবে?

পামার আইজাককে বললেন—নিজের কানে শোনা ব্রায়ানের ষড়যন্ত্রের কথা। এখুনি পালাতে হবে তোমাকে। তা নইলে পথ থেকে ধরে নিয়ে সোজা বেজিনল্ড-ফন্ট-ডি বিওয়ফের দুর্গে আটক করবে। তারপর যা হবার তা ত হবেই।

পামারের এই কথা শুনে আইজাক ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো। এই দুঃসময়ে পথ বাৎলালেন সন্ন্যাসী পুরুষ পামার। তিনি নিজেই তাকে সিড্রিক-ভবন থেকে নিয়ে গিয়ে বনের গোপন পথ দিয়ে নিয়ে যাবেন, একথা স্বীকার করলেন। আরো জানালেন, আইজাক যখন কোনো সমরদর্শনযাত্রীর দেখা পাবে তখন তিনি তাকে ছেড়ে চলে যাবেন। অবশ্য সেই সমরদর্শনযাত্রী আইজাককে নানাভাবে সাহায্য করতে পারেন, সেকথাও পামার জানালেন।

কিন্তু পামারকেই বা আইজাক কি ভাবে বিশ্বাস করে। পামারও তো খৃষ্টান।

শেষ পর্যন্ত পামারের কথাবার্তা শুনে তাঁকে অবিশ্বাস করার মতো কারণ থাকলো না আইজাকের।

এমন সময় পামারের খেয়াল হোল সিড্রিক-ভবন থেকে সটকান দেওয়াও কম ফ্যাসাদের ব্যাপার নয়।

বাড়ীর চৌকিদার গার্থের কাছে গিয়ে ধর্ণা দিল পামার। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। কী করা যায়—? নিরুপায় অবস্থায় পামার গার্থের কানে কী যেন ফুস্ মন্তর দিলেন।

সেই মন্তর শুনে গার্থ হকচকিয়ে ওঠে! সে সুড়্ সুড়্ করে গিয়ে পেছনের দরজাটি গোপনে খুলে দিল। পামার গার্থকে বললেন যে গার্থের খচ্চরটা তিনি 'এসবি'র কাছাকাছি সিড্রিক মহাশয়ের কোন লোকজনের কাছে ফেরত দেবেন। পরে গার্থের নাম ধরে ডেকে —তার কানে কানে কী যেন বললেন। পামারের কথা শুনে গার্থ এক নিমেষেই কী ব্যাপারে যেন রাজি হোয়ে গেল।

আইজাক তার নিজের খচ্চবটায় চড়ে এবং পামার গার্থের খচ্চরটার লাগাম ছেড়ে দিয়ে বনের ভেতর চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে হারিয়ে গেলেন।

আইজাকের ভয় হোতে লাগলো—পাছে সাধুর ভড়ং নিয়ে এই পামার বনের মধ্যে তার সর্বনাশ করে।

অবশ্য এমন কথা চিন্তা করায় আইজাককে বড় একটা দোষ দেওয়া যায় না। কেননা ইহুদীদের উপর অমন আচরণ করাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর ঐ ভাবে অর্থ আদায় করাও সহজ হোত। কেননা, তাদের ব্যবসা-বানিজ্য, বাজার, লাভ—সব কিছুই হোত ঐ খৃষ্টানদের ঘাড় ভেঙ্গে।

আরো অনেকদূব এগিয়ে গেলে আইজাক সত্যি সত্যি পামারকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হোল।

শত্রু মালভইসিনের রাজত্ব ছেড়ে তারা যখন বিওফের বাজত্বের সামায় এসে পৌছলো তখন পামার আইজাককে সাহস দিলেন। কথার মধ্য দিয়ে তারা প্রায় আধঘণ্টার পর 'সেফিল্ড' নগরের কাছাকাছি এসে পৌছলে পামার বিদায় নিতে চাইলেন।

আইজাক নাছোড়বান্দা। কিন্তু পামার নানা কথায় বুঝিয়ে আইজাককে তার কোনো আত্মীয়ের কাছে আশ্রয় নিতে পরামর্শ দিলেন।

আইজাক শেষ পর্যন্ত রাজিই হোল। জীবনের বিনিময়ে পামারকে কিছু দেওয়া প্রয়োজন বলে তার মনে হোল। কিন্তু তার হাতে তখন একটিও কানা-কড়ি নেই। কীভাবেই বা সে পামারকে সাহায্য করতে পারে? আর জীবনের বিনিময়ে কখনোই টাকা দেওয়া যায় না। তাই আইজাক একটি ঘোড়া ও একটি বর্ম দিতে চাইলো পামারকে।

পামার এক ঝলক আইজাকের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন —এই ইহুদি আমার এমন ধরণের অভাব বুঝল কী ভাবে।

তবু পামার প্রকাশ্যে আইজাককে তাঁর মতো সন্ন্যাসী লোককে এমন ধরণের দান দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করলেন।

আইজাক এবার একটা বিরাট রহস্যের উদ্ঘাটন করলো। পামার যখন আইজাকের বিছানার কাছে গেছিল তখন তাঁর কালো

রঙের পোষাকের ভিতর লুকানো নাইটের যে 'প্রতীক' দেখেছিল, সে ঘটনার উল্লেখ করলো আইজাক।

পামার হাসতে হাসতে বললেন,—আমার জামার তলে যদি অমন কিছু লুকানো থাকেও, তোমার কাছেও না জানি কতো কী লুকানো আছে।

আইজাকের মুখের ভাব পাল্টে গেল। সে তখুনি জামার ভেতর থেকে কাগজ-কলম বের করে হিব্রু ভাষায় কয়েক পংক্তির চিঠি লিখে পামারের হাতে দিল। আইজাক জানালো, পামার গিয়ে চিঠিটি দিলেই লিষ্টার নগরের লম্বার্ডির ধনী ইহুদী কিরজাথ যেইরামের কাছ থেকে একটি বাজি ঘোড়া ও নিকৃষ্ট বর্ম পাবেন,—যা' নাকি একজন রাজাই পাবার মতো উপযুক্ত ব্যক্তি। তাছাড়া অন্যান্য যুদ্ধের অস্ত্রও পামার পেতে পারেন তার কাছ থেকে। কাজ শেষে হোলে তিনি ঐ জিনিসগুলি ফেরৎ দিলেই হবে।

পামারের দ্বিধা হয় ঐ ঘোড়া ও বর্ম নিতে। কেননা টুর্ণামেন্টে হেরে গেলে—যিনি বিজয়ী তিনি ঘোড়া ও বর্ম পেয়ে থাকেন। সুতরাং ঘোড়া ও বর্ম ফেরত দেওয়া সম্ভব না হতেও পারে তবে সম্ভব মতো ভাড়া দেওয়া অসম্ভব নয়। অবশ্য পুরোদাম দেওয়ার ক্ষমতাও তাঁর নেই।

আইজাক বললো,—ইহুদীরা চশমখোর হলেও মানুষ ত'। আর আপনি মানুষের মতো ব্যবহার করেছেন। সুতরাং ঋণ শোধ করার কথা কিছু ভাববেন না। তবে আপনি শারীরিক সাবধানতা গ্রহণ করলে বাধিত হবো। আপনি জয়ী হোন।

পামার বললেন,—আপনাকে ধন্যবাদ।

পামার আইজাকের সৌজন্যে পরম প্রীত হয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন।

দুজনেই পৃথক পথে 'সেফিল্ড' এর দিকে যাত্রা করলেন।

লিষ্টার সায়ারের 'এসবি' তে টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। রাজকুমার জন স্বয়ং প্রত্যক্ষ করবেন এই টুর্ণামেন্ট। এই টুর্ণামেন্টে যোগ দিয়েছেন বড় বড় বীরেরা। লোকজনও কম জমে নি। স্যাক্সন, নরম্যান, ইহুদী—সব জাতের লোক এসেছে টুর্ণামেন্ট পরস্পর উপভোগ করতে।

মস্ত বড় জায়গায় ঘোড়া ছুটিয়ে দু'দল বীর নাইট যুদ্ধ করবেন। একে অভিনয় বলা হলেও রক্তপাত কম হয় না। কে হারে, কে জেতে—এমন অবস্থা হয়। যিনি জয়লাভ করবেন তাঁর আর্থিক লাভ এবং জাগতিক সম্মানের সীমা থাকে না। বিজেতা পরাজিতের ঘোড়া বর্ম ত পাবেনই, শ্রেষ্ঠ সম্মানের প্রতীক লরেল পাতার মুকুটও পাবেন। বিজেতাই একজনকে 'কুইন-অফ-লাভ-অ্যাণ্ড-বিউটি' মনোনীত করে দেশের কোনো যুবতী নারীকে গৌরব দান করবেন। এমন ব্যাপার দেখতে কার না ইচ্ছে হয়?

'এসবি' নগরের এক মাইল দূরে যে বিস্তীর্ণ প্রান্তর সেখানে অসংখ্য লোক জমায়েত হয়েছে। কে কোথায় বসবে, তার পাকা ব্যবস্থা হয়েছে। রাজকুমার জন এসে বসেছেন সিংহাসনের মতো এক আসনে। মাথায় ঝালর দেওয়া সামিয়ানা টাঙানো। একদিকে

বসে রয়েছেন সিড্রিক ও এথেলস্টেনের বাড়ীর লোকজন, এবং সিড্রিকের ভাঁড় ওয়াম্বা।

ইহুদী আইজাক সেজেগুজে তার পরমাসুন্দরী মেয়ে রেবেকাকে নিয়ে এসেছে টুর্ণামেন্ট দেখতে। কিন্তু তারা জাতিতে ইহুদী। তাই কে তাদের বসতে দেবে? সুন্দরী রেবেকাকে দেখে জনের স্ফূর্তি ধরে না। আইজাককে সুদখোর বলে ঠাট্টা করেও তাকে রেবেকার কাছে বসার হুকুম দিলেন। কিন্তু বসার জায়গা মেলে না। এই নিয়ে মারামারি সুরু হোল বোধ হয়? রাজকুমার জন ডিব্রেসিকে এথেলস্টেনের পাশে ইহুদীকে বসিয়ে দিতে আদেশ দিলেন। এথেলস্টেন অলস হোলে কি হয়, ইংলণ্ডের শেষ স্যাক্সন রাজবংশোদ্ভূত ব্যক্তি; সুতরাং বিশেষ সম্মানিত তিনি। তাই তাঁর পাশে বসতে আইজাক ইতস্তত করছেন দেখে ডিব্রেসি বর্শা নিয়েই এগিয়ে গেল। সিড্রিক এক নিমেষে ছুটে এসে এক আঘাতে ডিব্রেসির বর্শাকে দু টুকরো করে দিলেন। স্যাক্সনদের জয়-জয়কার ধ্বনিত হোল। তবু জনের হুকুমে ঠেলে গুঁজে স্যাক্সনদের মধ্যে আইজাককে বসিয়ে দেবার চেষ্টা হয়। তাকে সাহায্য করতে একজন বীর এগিয়ে আসে। যেন আইজাককে আর কেউ বাধা দিতে পারবে না।

সিড্রিকের ভাঁড় ওয়াম্বা হঠাৎ আইজাকের দাড়ির সামনে এক টুকরো শূকরের চামড়া তুলে ধরলো। ইহুদী জাতির কাছে শূকর মাংস অস্পৃশ্য। সে ত একলাফে পেছন ফিরলো। তার এই দশা

দেখে সকলেই হেসে উঠলো। এমন কি রাজকুমার জন ও তাঁর লোকজনেরা না হেসে থাকতে পারলো না। ভাঁড় ওয়াম্বা এক হাতে শূকরের চামড়া ও অন্যহাতে কাঠের তরবারি চালনা করতে করতে পুরস্কার দাবী করলো। জনের প্রশ্নের উত্তরে সে বললো আমি ওযেদার ব্রেণের ছেলে উইটলেসের ব্যাটা ওয়াম্বা। জন তার কথাবার্তা শুনে খুসি হলেন। গোলমালটা চুকে গেল। আইজাক ও তার মেয়ের বসার ব্যবস্থা অবশ্য এক জায়গায় হোল। আর জন সুযোগ বুঝে আইজাকের কাছে নগদ কিছু আদায় করে নিলেন।

টুর্ণামেন্ট সুরু হওয়ার জন্য সব কিছু প্রস্তুত। মাঠের মধ্যে পাঁচটি শিবিরে লাল কালো রঙের পতাকা পত্‌পত্‌ করছে। প্রত্যেক শিবিরের সামনে ঝুলছে নাইটের ঢাল। পাঁচটি শিবিরের মাঝখানে নাইট-নেতা ব্রায়ান রয়েছেন। তার শিবিরের দুপাশে দু'জন দু'জন নাইটের শিবির। একপাশে বিওয়ফ ও ম্যালভইসিন, অন্যপাশে মেসনিল ও ভাইপণ্ট।

মাঠের প্রবেশ দ্বার দুটি একটি দক্ষিণে, অন্যটি উত্তরদিকে। দ্বারে দাঁড়িয়ে দারোয়ান, অন্যান্য শান্তিবাহিনী, ও বাদকগণ।

প্রবেশ-পথ খোলা হোল। পাঁচ জন নাইট লটারির সাহায্যে নির্বাচিত হলেন। তারা শিবিরের পাঁচজন নাইটের সঙ্গে হয় একত্রে কিংবা পৃথকভাবে যুদ্ধ করতে পারেন।

নির্বাচিত পাঁচজন নাইট শিবিরের সামনে এসে নিজের ইচ্ছে মতো বিপক্ষ নাইটের ঢাল বর্শার গোড়া দিয়ে স্পর্শ করলেন।

এর অর্থ, তারা যুদ্ধ করবেন. কিন্তু সে যুদ্ধ হবে অক্ষত অবস্থায় থেকে রণ-কৌশল দেখানো মাত্র।

প্রচণ্ডতম যুদ্ধ সুরু হোল। ভাইপণ্ট ও তার প্রতিযোগী উভয়েরই বর্শা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। দর্শকদের মধ্যে সে কী শিহরণ! তখনই ভয়, তখনই অসীম উল্লাস। শেষ পর্যন্ত শিবিরের পাঁচজন নাইট জয়ী হলেন। তাদের আনন্দ ধরে না। যুদ্ধে যেন তারা মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তাদের হাঁক ডাকের অন্ত নেই। ভয়ে কেউ যুদ্ধে এগিয়ে আসতে পারে না। ব্রায়ান ঘোড়া নাচিয়ে ছোটাছুটি করতে লাগলেন। স্যাক্সনরা মাথা নিচু করে বসে থাকলো। নরম্যানদের কাছে হেরে গিয়ে তাদের লজ্জার সীমা নেই, সিড্রিক ও এথেলস্টেন বড় যোদ্ধা, কিন্তু নরম্যান-নিয়মে তারা যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত নন। সুতরাং তারা চুপচাপ বসে থাকলেন। হায় হায় অবস্থা হোল স্যাক্সনদের।

ঠিক এই সময়েই উত্তর দিককার পথে একজন নাইট প্রবেশ করলেন। তাঁর ঘোড়ার রঙ ঘোর কালো। তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত বর্মায় মোড়া, মাঝারি রকমের চেহারা; এবং তিনি খুব হৃষ্ট-পুষ্টও নন। তাঁর ঢালে উত্তরাধিকারবঞ্চিত শব্দটি লেখা রয়েছে। তাছাড়া তাঁর ঢালে একটি উপড়ে পড়া ওক গাছও আঁকা রয়েছে।

উত্তরাধিকারবঞ্চিত নাইট বর্শা নামিয়ে রাজকুমার জনকে সম্মান জানিয়ে সেই বর্শার ফলক দিয়ে ব্রায়ানের ঢাল স্পর্শ করলেন। এই ব্যাপার দেখে সবাই অবাক। কেননা বর্শার ফলক দিয়ে ঢাল স্পর্শ করা মানেই মৃত্যুঘাতী যুদ্ধ।

ব্রায়ান ত ছোকবার কাণ্ড দেখে তাঁকে টুর্ণামেণ্টে নাম লেখাতে বললেন। নিজের ঢালেব ওপব লেখা দেখিয়ে তিনি তাঁব পবিচয় দিলেন।

ব্রায়ান তখন শেষবাবেব মতো হুঁসিয়াব কবে সূর্যদেবকে দর্শন কবতে বললেন। তিনি তার উত্তবে ব্রায়ানকে নোতুন ঘোড়া ও বর্ম ব্যবহাব কবতে অনুবোধ কবলেন। ব্রায়ান অবশ্য তাই কবলেন।

উত্তবাধিকাববঞ্চিত নাইট প্রস্তুত হয়ে তাঁব ঘোড়াকে পিছুদিকে এমন ভাবে ছোটালেন যে তা দেখে সবাই তাক বনে গেল।

ঘোবতব যুদ্ধ সুরু হল। কে থাকে, কে যায়—কিছুই বোঝা যায় না। তবে ব্রায়ানই জয়লাভ কববেন, এমন কথা সবাবই মুখে মুখে। যুদ্ধ চলেছে। দু জনেবই বর্শা ভেঙ্গে টুকবো টুকবো হয়ে গেল। দু'জনেই নিজেদেব ঘোডাগুলিব বুদ্ধিতে বেঁচে গেলেন। তারা পুনব য় নোতুন অস্ত্র গ্রহণ কবলেন। ছেলে বুড়ো, যুবক, যুবতী সকলেব মধ্যেই হৈ চৈ।

আবাব যুদ্ধ সুরু হোলে সবাই নীবব হোল। ব্রায়ান তাব প্রতিদ্বন্দ্বীকে এমন আঘাত কবলেন যে তিনি ঘোড়াব ওপব মোচড় খেয়ে গেলেন। বর্শা ত ভেঙে টুকবো টুকবো হয়ে গেছে। কিন্তু ব্রায়ানেব বপাল যেন মন্দ। তিনিও বেহাই পেলেন না। প্রতিদ্বন্দ্বীর বর্শা গিয়ে তাব শিবস্ত্রাণ বিদ্ধ কবলো। তবু তাঁব হাব হোল না। কিন্তু যখন তিনি তাঁব ঘোড়া থেকে মাটীতে পড়ে গেলেন এবং বেগেমেগে উত্তবাধিকাববঞ্চিত নাইটকে আক্রমণ কবলেন তখন জনেব লোকজন এসে বীতি বিরুদ্ধ যুদ্ধ থামিয়ে দিলেন। হেরে

গিয়ে ব্রায়ান বললেন যে পুনরায় তিনি এমন জায়গায় সাক্ষাৎ করতে চান যেখানে কেউ তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

উত্তরাধিকারবঞ্চিত নাইট তাঁর আহ্বানে সম্মতি দিলেন কিন্তু এ কথাও বলে রাখলেন, যদি দেখা না হয় তাহলে সেটা তাঁর দোষের জন্য হবে না সেকথা ব্রায়ান বীব যেন মনে রাখেন।

ব্রায়ান হার স্বীকার করে নিজের শিবিরে গিয়ে ঢুকলেন। উত্তরাধিকারবঞ্চিত নাইটের সমবাভিনয় তখনও শেষ হয়নি! তিনি কালো রঙেব পোষাক পরিহিত বিওয়ফকে হারালেন। ম্যালভইসিন ঘোড়া থেকে পড়ো পড়ো অবস্থায় কোনোমতে রক্ষা পেলেও তার হার হোলো। এরপব মেশনিল একবার যুদ্ধ করে অবস্থা বুঝে পরাজয় স্বীকার করে নিলেন। শেষবাবে, ভাইপণ্ট ঘোড়া থেকে উল্টে পড়লেন।

উত্তরাধিকারবঞ্চিত নাইটের জয় ঘোষিত হোল। তাঁকে রাজকুমার জনের কাছে নিয়ে আসা হোল। নাইটের মুখ ঢাকা থাকায়, তা খুলে ফেলতে অনুরোধ করা হোল কিন্তু তাতে রাজি হলেন না তিনি।

তবে ইনি কে? স্বয়ং রিচার্ড নাকি?—নানাজনে নানারকম কল্পনা করতে লাগলো। সে কথা শুনে জনের মনে ভয় হোল। ওয়ালডিমার জনকে বুঝালেন, বিরাট দেহী রিচার্ড হলে কি ঐ ঘোড়ায় হোত? ঐ ঘোড়ার কোমর ভেঙে পড়ত। তা শুনে জন আশ্বস্ত হলেন। তিনি বিজেতা নাইটের প্রশংসা করলেন ও প্রতিশ্রুতি মতো তাঁকে যুদ্ধের ঘোড়া পুরস্কার দিলেন। জনকে যথারীতি সম্মান জানিয়ে

উত্তরাধিকারবঞ্চিত নাইট সেই ঘোড়া নিয়ে অপূর্ব রণ-কৌশল দেখালেন। দর্শকমণ্ডলী নাইটের অপূর্ব রণ-কলা-কৌশল দেখে স্তম্ভিত হোল।

জনের সঙ্কেতে উত্তরাধিকারবঞ্চিত নাইট সকলকে অভিভূত করে ধাবমান ঘোড়াটিকে এক নিমেষে থামিয়ে জনের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। জন নাইটের বর্শাফলকের উপরে একটি অতিশয় মূল্যবান মুকুট স্থাপন করে 'কুইন' নির্বাচনের জন্য আদেশ দান করলেন।

সুন্দরী রমনীরা নানা সাজে সজ্জিত হয়ে বসে ছিল। তারা নিজেদের ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য বেশ-ভূষা আরো বেশি চাকচিক্যময় করে তুললো।

জন ওয়ালডিমারের কন্যা এলিসিয়াকে 'কুইন' নির্বাচন করার জন্য নাইটকে পরামর্শ দিলেন। তাতে দুই পাখি এক ঢিলে মারা যাবে। এলিসিয়া 'কুইন' হলে ওয়ালডিমারের মতো শক্তিশালী ব্যক্তি এই ব্যাপারে জনের মুঠোয় থাকবেন। আবার নাইট যদি তাকে 'কুইন' নির্বাচিত না করে, তা হলে ওয়ালডিমার নাইটের ঘোরতর শত্রু হয়ে দাঁড়াবেন।

তবু উত্তরাধিকারবঞ্চিত নাইট কাকে 'কুইন' নির্বাচিত করবেন, কিছুই বোঝা গেল না। রেবেকা ইহুদি কন্যা এবং জন তাকে নিয়ে যে রকম বিদ্রূপ করেছে, তাতে তার কোনো আশাই নেই। রোয়েনাও সিড্রিকের পাশে বসে দেখছেন, কন্দরের জল কন্দরে গিয়ে গড়ায়। নাইট সকলকে বিস্মিত করে শেষ পর্যন্ত

রোয়েনাকেই 'কুইন-অফ-লাভ-অ্যাণ্ড-বিউটির' শ্রেষ্ঠ সম্মান দান করলেন।

স্যাক্সন সুন্দরীর এমন প্রতিষ্ঠালাভে নরম্যান-সুন্দরীরা বিরূপ হোল। কিন্তু বিরূপ হলেই বা উপায় কি? রোয়েনাকেই তৎক্ষণাৎ 'কুইন' বলে ঘোষণা করা হোল।

জন রোয়েনার কাছে গিয়ে নিমন্ত্রণ জানালেন যাতে 'এসবি' দুর্গে তাদের সেদিনকার ভোজে তিনি সিড্রিকসহ যোগদান করেন। কিন্তু সিড্রিক স্যাক্সনসুলভ গরিমায় বিনীতভাবে সে-নিমন্ত্রণে যোগদানের অসম্মতি জানালেন। অবশ্য তিনি বললেন যে আগামী কাল রোয়েনা পদমর্যাদাসূচক 'কুইন' হিসাবে এখানে যোগদান করবেন।

রাজকুমার জন উত্তরাধিকারবঞ্চিত নাইটকে আমন্ত্রণ জানালেন। নাইট অত্যন্ত ক্লান্ত থাকায়—তাঁর জন্য নির্দিষ্ট শিবিরে প্রস্থান করলেন। সেদিনকার মতো টুর্ণামেণ্ট সমাপ্ত হোল।

উত্তরাধিকারবঞ্চিত নাইট তাঁর শিবিরে গেলে পরাজিত পাঁচজন নাইটের অনুচর সেকালের রীতি অনুযায়ী নাইটের ঘোড়া ও বর্ম-গুলি দিতে চাইলো। উত্তরাধিকারবঞ্চিত নাইট—ব্রায়ানের অনুচরের কাছ থেকে ঘোড়া বা বর্ম কিছুই নিলেন না। তিনি জানালেন যে ব্রায়ানের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ শেষ হয়নি। পরাজিত অন্য চারজন নাইটের অনুচরদের কাছ থেকে ৪০০টি স্বর্ণমুদ্রার বদলে মাত্র ১০০টি মুদ্রা গ্রহণ করে বাকি মুদ্রা অনুচরদের ও টুর্ণামেণ্টের অন্যান্য কর্মীদের দান করে দিলে তারা সানন্দে বিদায় গ্রহণ করলো।

বিজেতা নাইট নরম্যান-পোষাক পরিহিত গার্থকে ডেকে, তার নরম্যান-নাইট-ভৃত্যের অভিনয়কে সার্থক ও বাস্তব বলে জানলেন। তারপর নাইট গার্থকে কিছু স্বর্ণ মুদ্রা দিলেন। তিনি তাকে তখুনি 'এসবি'তে আইজাককের কাছে গিয়ে ঘোড়া ও বর্মের মুল্য বাবদ সেগুলি দিয়ে আসতে আদেশ করলেন।

বাইরে বেশ অন্ধকার। আইজাক রেবেকার কাছে বসে বসে খেদ প্রকাশ করছিলেন। কী দুঃখ,—তার বেশ কিছু অর্থ রাজকুমার জন প্রায় ছিনিয়ে নিয়েছেন। ইহুদী হওয়াতেই তার প্রতি যতো অত্যাচার। একজন যুবককে কিরজাত জৈরামের ঘোড়া ও বর্ম দেওয়া হয়েছে—সে কারণে বেশ কিছু অর্থ জলে পড়েছে। সে আক্ষেপ করে বলতে লাগলো, হায় আব্রাহাম, নিরীহের প্রতি একি অত্যাচার! রেবেকা তার পিতাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। সে বললো, যে যুবক ঐ ঘোড়া বর্ম নিয়ে গেছে সে নিশ্চয়ই তার ঋণ যেভাবেই হোক শোধ করবে।

আইজাক দুঃখে কপাল চাপড়াচ্ছিলেন। এমন সময় গার্থ ৮০টি মুদ্রা নিয়ে এসে উপস্থিত। গার্থকে আসতে দেখে পিতার ইঙ্গিতে রেবেকা মাথায় ঘোমটা টেনে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল! ৮০টি মুদ্রা পেয়ে আইজাকের আনন্দ আর ধরে না। গার্থ অবশ্য কিছু কম নিতেই অনুরোধ করলো; কিন্তু হাতে পেলে কি ছাড়া যায়? তাছাড়া আইজাকের মতে উত্তরাধিকারবঞ্চিত নাইট পাকা ব্যবসায়ী সে একটি ঘোড়া ও বর্ম পেয়ে বহুগুণ রোজগার করে নিয়েছে।

গার্থ সিঁড়ি দিয়ে নিচে যাচ্ছিল। রেবেকা ইশারা করে তাকে ডাকলো এবং তার পিতার কাছে গার্থ কেন এসেছিল—তাও জেনে নিল। রেবেকা ১০০টি স্বর্ণমুদ্রা গার্থের হাতে দিয়ে ৮০টি মুদ্রা উত্তরাধিকারবঞ্চিত নাইটকে দিতে বলে বাকি মুদ্রা গার্থকে দান করলো।

গার্থ ত মহাখুশি। এবার সে বড়লোক। আর সিড্রিকের শূকর সে চরাবে না। সে স্বাধীন হবে—মনে মনে এই সব কল্পনা করতে লাগলো। তারপর সে হন্তদন্ত হয়ে শিবিরে এসে হাজির হোল।

গার্থ উত্তরাধিকারবঞ্চিত নাইটের কাছে রেবেকার কথা মহাড়ম্বরে বর্ণনা করলো। ফিরে আসার সময় ডাকাতের হাতে পড়া—সে বর্ণনাও বাদ গেল না। তবে সে তার নাম করাতেই যে এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছে সে কথাও জানালো। এই সব ডাকাত ম্যালভইসিন ও ব্রায়ানের শত্রু। তারা বিজেতা নাইটের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছে, এমন কি, রাস্তায় এগিয়ে দিয়েছে,—তাও জানাতে দ্বিধা করলো না। হঠাৎ মনে পড়লো তার—ডাকাতরা বলে দিয়েছে, তাদের কথা কাউকে বলা চলবে না। কিন্তু তার প্রভুকে এসব কথা না বলে কি সে থাকতে পারে ?

পরদিন সকালে ঝকমকে রোদ উঠেছে। টুর্ণামেণ্ট দেখার জন্য আজ লোকের ভিড় আরো বেশি। ভাল জায়গা দখল করার জন্য আগে থেকেই লোকজন এসে বসে আছে।

আজকের প্রধান যোদ্ধা দুজন। ব্রায়ান ও উত্তরাধিকারবঞ্চিত

নাইট। এক এক জন এক এক পক্ষে। দুই পক্ষে প্রায় জনা পঞ্চাশ নাইট যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। আজকের সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এথেলস্টেন নিজে অংশ গ্রহণ করবেন। তবে তিনি ব্রায়ানের পক্ষে। শুধু উত্তরাধিকারবঞ্চিত নাইটের প্রতিহিংসাবশতই ব্রায়ানের পক্ষ তিনি গ্রহণ করেছেন। হিংসা বা রাগেব কারণ অন্য। যে রোয়েনাকে তিনি ভালবাসেন, সেই রোয়েনাকে কি না একজন উত্তরাধিকারবঞ্চিত নাইট 'কুইনের' সম্মান দিয়েছেন। রোয়েনার প্রতি তার যে অধিকার তাতে যেন বিজয়ী নাইট হস্তক্ষেপ করেছে। সুতরাং চাই—প্রতিশোধ।

রোয়েনা 'কুইন-অফ-লাভ অ্যাণ্ড বিউটি'র আসনে বসে আছেন। চারিদিকে তার স্তব-স্তুতি।

নিয়মাচারে টুর্ণামেণ্ট সুরু হোল। এমন যুদ্ধ প্রথম দিনেও হয়নি। ঘোড়ার পায়ের খুরের শব্দ, আর যুদ্ধ কুঠারের আওয়াজই শোনা যাচ্ছে, কিন্তু ধূলোর জন্য কিছুই দেখা যায় না। পরে যখন কিছুটা পরিষ্কার হোল, দেখা গেল, মাটিতে পড়ে কেউ আহত কেউ বা নিহত। এমন দৃশ্য এই রঙ্গ-রণাঙ্গণে আর কখনো যেন দেখা যায়নি। দর্শকের আসনে কোথাও আনন্দ, কোথাও বা নিরানন্দভাব।

এরপর সুরু হোল দুই বীর নাইটের যুদ্ধ। একদিকে ব্রায়ান, অন্যদিকে উত্তরাধিকারবঞ্চিত নাইট। ব্রায়ানের দু' পাশে দু'জন সাহায্যকারী যোদ্ধা,—একজন বিওয়ফ, অন্যজন এথেলস্টেন। স্বভাবতই উত্তরাধিকারবঞ্চিত নাইটের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠলো।

চারিদিকে হাহাকার উঠলো। রাজকুমার জনকে অনেকেই অনুরোধ করলো যুদ্ধ থামিয়ে দিতে। জন কিছুতেই রাজি হন না। উত্তরাধিকারবঞ্চিত নাইট নিজের নাম প্রকাশ করেনি তাঁর মতো লোকের কাছে, সুতরাং ঐরকম নাইটের শাস্তি হওয়াই উচিত।

উত্তরাধিকারবঞ্চিত নাইটকে বধ করে ফেলে আর কি! ঠিক সেই সময় কালো রঙের বর্ম পরে কালো ঘোড়ায় চড়ে বিরাট দেহী একজন নাইট এসে উপস্থিত। এই নাইট এতক্ষণ দর্শকদের আসনে বসে ছিলেন। তাকে দেখে দর্শকরা 'লি-নয়ার ফেনিন্ট' 'কেষ্ট বরণ কুড়ে' বলে হৈ চৈ করে উঠলো। 'ব্ল্যাক' নাইট নিজেকে বিপদ তারণ বলে ঘোষণা করে বিওয়ুফ ও এথেলস্টেনকে সবলে আক্রমণ করলেন। তারা বোধ হয় জীবনে কখনো এমন আক্রমণের সম্মুখীন হননি। চোখের পলকে দু'জনেই কুপোকাত। 'ব্ল্যাক্' নাইট যেন আরামে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। এবার ব্রায়ান ও উত্তরাধিকারবঞ্চিত নাইট—এই দু'জনের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলতে লাগলো। ব্রায়ানের ঘোড়া ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় মাটিতে চিৎপটাং হয়ে পড়লো। উত্তরাধিকারবঞ্চিত নাইট তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে লাফিয়ে ব্রায়ানের মাথার উপরে এমনভাবে অস্ত্র ঘোরাতে লাগলেন—যাতে ব্রায়ান হার স্বীকার করতে বাধ্য হন। কিন্তু রাজকুমার জন ব্রায়ানের দুরবস্থা দেখে যুদ্ধ স্থগিত রাখার সঙ্কেতসূচক নিজের হাতের রাজদণ্ড অবনত করলেন।

টুর্ণামেন্ট সাঙ্গ হোল, রাজকুমার জন উত্তরাধিকারবঞ্চিত

নাইটকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করলেন। 'ব্ল্যাক্' নাইটকে আর কাছাকাছি কোথাও দেখা গেল না।

জনের নির্দেশে উত্তরাধিকারবঞ্চিত নাইট 'কুইন-অফ-লাভ অ্যাণ্ড বিউটি'র নিকট মর্যাদাসূচক মুকুট গ্রহণের জন্য এগিয়ে এলেন। জনের লোকজনই তাঁকে পরিচালনা করছিলো। তিনি 'কুইন' রোয়েনার সামনে নতজানু হয়ে মুকুট গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু তাঁর আপাদমস্তক আবৃত থাকায় জনের লোকজন ঐভাবে মুকুট গ্রহণে আপত্তি জানালো। শুধু তাই নয়, জোর করে তার মুখ ও মাথার আবরণ খুলে ফেললো।

তাঁর আসল চেহারা দেখে সমস্ত লোক বিস্মিত! বয়স প্রায় পঁচিশ। তামাটে রং। সুন্দর কচি মুখ। কিন্তু যুদ্ধে ক্ষত হওয়ায় দু-এক জায়গা থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে। রোয়েনা নাইটের এই অবস্থা দেখে চাপা কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন। তবু তিনি শ্রেষ্ঠ এই বীরের মস্তকে মুকুট পরিয়ে দিতে গিয়ে যে প্রশংসা-বাণী উচ্চারণ করলেন, তা অতুলনীয়। এই নাইটকে তিনি সকল যুগের সেরা নাইট বলে স্বীকৃতি দিলেন।

নাইট প্রথানুযায়ী নতমস্তকে সুন্দরী 'কুইনে'র করচুম্বন করলেন। তারপর ধীরে ধীরে সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় সুন্দরীর পায়ের কাছে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

সিড্রিক তার ত্যাজ্যপুত্র উইলফ্রেড আইভ্যান্‌হোকে দেখে হতবাক। তিনি রোয়েনাকে আইভ্যান্‌হোর কাছ থেকে সরিয়ে নেবার জন্য দ্রুত এগিয়ে এলেন। সামরিক কর্মচারীরা হঠাৎ এমন

ভাবে সংজ্ঞাহীন হতে দেখে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তাঁর বর্ম খুলে ফেলে দেখল, একটা বর্শাফলক তাঁর বুকে বিঁধে রয়েছে।

আইভ্যান্‌হোকে নিয়ে নানা জনে নানা রকম আলোচনা করছে। রাজকুমার জনের ভয় হচ্ছে। কারণ এই, আইভ্যান্‌হো রিচার্ডের প্রিয় পাত্র। এঁর যখন সাক্ষাৎ মিলেছে, তখন স্বয়ং রিচার্ডও হয়তো এবার আবির্ভূত হয়ে সর্বনাশ করবেন।

এই ধরণের আলোচনা যখন চলেছে, তখন একজন এসে রাজকুমার জনের হাতে একটি চিঠি দিলেন। চিঠি দেখেই তিনি থ। অসময়ে চিঠি কেন? চিঠি বড়ো নয়। পড়ে দেখলেন। মাত্র একটি পংক্তি লেখা আছে—

"Take heed to yourself, for the Devil is unchained".

চিঠি পড়েই জনের মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। "সাবধান শয়তান মুক্ত হয়েছে! নিশ্চয়ই মুক্ত এই শয়তান হচ্ছে তার দাদা। ডিব্রেসি, জনের ভয় ও অস্থিরতা দেখে বললো যে, চিঠিটা নিশ্চয়ই জাল ছাড়া কিছু নয়। ধাপ্পা সার, ধাপ্পা। ওয়ালডিমার পরামর্শ দিল টুর্ণামেন্ট বন্ধ করে দিয়ে ইয়র্ক বা কোনো সুবিধে মতো জায়গায় যাওয়া ভালো। কিন্তু ডিব্রেসির মতে টুর্ণামেন্টের এখনো অনেক বাকি। তীরন্দাজরা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে পুরস্কার নেবে, এযে চিরাচরিত প্রথা। এ না হলে লোক হাসবে। শেষ পর্যন্ত, জনের আদেশে আটজন তীরন্দাজ এগিয়ে এলো। অবাক কাণ্ড, একটা গেঁয়ো লোকও যোগ দিতে চাইলো। তার নাম লক্সলি। জন প্রতিশ্রুতি দিলেন লক্সলি

যদি তীর ছোড়াছুড়িতে হয়, তাহলে সে পুরস্কার তো পাবেই, তাছাড়া আরো ২০টি স্বর্ণমুদ্রা তাকে দেওয়া হবে। আটজনের মধ্যে যে জয়ী হবে, লক্সলিকে তার সঙ্গে তীর ছোড়ার খেলায় জয়ী হতে হবে।

ম্যালভইসিনের চেলা হিউবার্ট তাদের মধ্যে বিজয়ী বলে ঘোষিত হলে, লক্সলিকে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে হোল। লক্সলি নিজের নামে ঢাক ঢোল না পিটিয়েও বিভিন্ন রকম তীর ছোড়ার প্রতিযোগিতায় হিউবার্টকে হারিয়ে দিলো।

লক্সলির বীরত্ব দেখে রাজকুমার জন তাকে নিজের দেহরক্ষী হতে বললেন। তাঁতে মাইনে বাড়বে। আপাতত নগদ বিদায় ভালো রকমই হবে। কিন্তু লক্সলি সোজা জানিয়ে দিল যে, সে রাজা রিচার্ড ছাড়া আর কারো অধীনে কখনো কাজ করবে না।

হিউবার্ট লজ্জায় দাঁড়িয়ে ছিলেন একদিকে। লজ্জা হবারই কথা। তার পিতামহ হেস্টিংস-যুদ্ধের একজন সেরা বীর ছিলেন।

হিউবার্ট পরাজিত হলেও লক্সলি তার পিতামহের মহান কৃতিত্ব ও হিউবার্টের শক্তিমত্তা স্বীকার করে নিজের প্রাপ্য পুরস্কার হিউবার্টকে বিলিয়ে দিলেন। কুড়িয়ে পাওয়া চৌদ্দ আনাই লাভ —এই ভেবে সে জনের দিকে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানালো। ঠিক এই ফাঁকে লক্সলি জনতার সঙ্গে মিশে গিয়ে কোথায় যে গেল কেউ সে ব্যাপারের কোন হদিশই পেল না।

টুর্ণামেণ্টে সিড্রিক, এথেলস্টেন, রোয়েনা, আইজাক, রেবেকা প্রভৃতি যোগ দিয়েছিলেন ব্রায়ানের আমন্ত্রণেই। কিন্তু ব্রায়ান মনে

মনে মতলব এঁটে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। টুর্ণামেন্ট শেষ হয়ে গেলে রাজকুমার জনকে নিয়ে পাকাপোক্ত লোকেরা ইয়র্ক নগরে যাত্রা করলো। ডিব্রেসির অবস্থা তখন পাগলের মতো। ইয়র্কে যাবার জন্য নয়। সে কথা বলাই বাহুল্য। রোয়েনার রূপ দেখে তাঁর তখন মাথার ঠিক নেই। —ব্রায়ানকে ডেকে বেশ একটা ফন্দি আঁটলেন। সিড্রিক যখন বনের মধ্য দিয়ে যাবে তখন তাঁর দলবলকে আক্রমণ করে রোয়েনাকে হাত করতে হবে। হাত করাও ত সহজ ব্যাপার নয়। যদি সবাইকে রিওয়ঃফের টরকুইলস্টোন দুর্গে আটক করা যায়, তাহলে নিশ্চয়ই কার্যসিদ্ধি হবে। রোয়েনাকে তিনি হাতের মুঠোয় পাবেন। সুতরাং পরামর্শ মতো কাজ করার জন্যে বেরিয়ে পড়তে তাঁদের তিল মাত্র বিলম্ব হোল না।

এদিকে সিড্রিক এথেলস্টেনের সঙ্গে রোয়েনাকে নিয়ে চলেছেন বনের ভিতর আঁকা-বাঁকা পথে। সরু পথ, গা ছম্ ছম্ করছে। কেননা, নরম্যান রাজত্বে কখন যে কী ঘটবে, বলা মুস্কিল। এমন সময় দেখা হোল আইজাকের সঙ্গে। আইজাক বললো, পথে এগোবার উপায় নেই ; সামনেই ডাকাতের দল অপেক্ষা করছে। একজন কাঠুরিয়া বলে গেছে। মিথ্যা হবার নয়। সে তার মেয়ে আর গাড়ীর ভিতর একজন রুগ্ন লোককে নিয়ে মহা মুস্কিলে পড়েছে।

সিড্রিক তাঁর দলবল নিয়ে মাভৈঃ বলে এগিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে চলেছে আইজাক, তাঁর মেয়ে আর অক্ষম রোগীটি।

বহুকষ্টে তারা বনের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে যেইমাত্র ছোট নদীটি

পার হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ওপার থেকে হা-রে-রে শব্দে ডাকাতের দল হাজির। এক নিমেষে, ওয়াম্বা ও গার্থ ছাড়া সবাই ডাকাতের হাতে বন্দী হোল।

ওয়াম্বা আব গার্থ ত দে দৌড়। গভীর জঙ্গল। হাত পা ছিঁড়ে গেছে যেন আর চলে না। তাদের সঙ্গে এই সময় একজনের দেখা হয়ে গেল। তারা ভাবলো এই লোকেরই দলবল তাদের প্রভুর সঙ্গে সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে। লোকটি বললো, তা যদি হয় তাহলে এক হুকুমে তারা ছাড়া পাবে।

এ কথা জানিযে সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে খবব আনতে গেল। ওয়াম্ব ও গার্থ দেখলো লোকটি মন্দ নয় বরং পরোপকারী। সে খবর নিয়ে এসো জানালো,—তোমরা সিড্রিকের লোক সে-খবর পেয়েছি। আর তোমাদের প্রভুকে আমার দলের কেউ বন্দী করেনি। তোমাদের প্রভু ও বাকি সবাই যাতে মুক্ত হতে পারে সে-ব্যবস্থা আমি করবো। এখন লোকজন সংগ্রহ করা দরকার।

ওয়াম্বা ও গার্থ ভাবলো, লোকটি নিশ্চয়ই একজন সর্দার গোছের লোক।

সর্দার লোকটার ক্ষমতা এমনই যে হঠাৎ তার সঙ্কেত ধ্বনিতে বেশ কিছু ভয়ঙ্কর লোক তীর-ধনুক-সড়কি নিয়ে হাজির। হুকুম করলেই তারা জীবন দিতে পারে—চোখে মুখে এমনই ভাব। সর্দার তাদের মধ্যে দু'জনকে, সিড্রিক এথেলস্টেন প্রভৃতিকে যারা ধরে নিয়ে গেছে তাদের অনুসরণ করে যাবতীয় খবর সংগ্রহ করতে

হুকুম করলো। তারপর সাধুবেশী কপম্যানহার্ষ্টের আখড়ার দিকে গেল। তার সঙ্গে থাকলো ওয়াম্বা ও গার্থ। ঠাণ্ডার দেশ, তাই আখড়ার চারদিক বন্ধ। সর্দার জোরে দুয়ারে ধাক্কা মারতে লাগলো। ভেতর থেকে কেউ সাড়া-শব্দ দেয় না, কিংবা দুয়ারও খোলে না।

সর্দার লোকটি বললো,—শুনছো, দোর খুলে দাও। আমি লক্সলি।

লক্সলির কথা শেষ হওয়া মাত্রই দুয়ার খুলে গেল!

ভিতরে তখন বেশ-ভূষা বদল করতে কপম্যানহার্স্ট খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কে এসে পড়েছে কে জানে, এখুনি ধর্মযাজকের পোষাকটা গায়ে চড়িয়ে নেওয়া দরকার। মেঝে থেকে মদের বোতল, মাংসের হাড়ের টুকরোগুলো সরানো দরকার।

কিন্তু সে তার নিজের সর্দারেব নাম শুনে স্বস্তি পেল ও দুয়ার খুলে দিল তড়াক করে এক লাফে।

লক্সলি ঘরে ঢুকে দেখে—আর একজন লোক বসে রয়েছে। বেশ-ভূষা তার কালো রঙের। কিন্তু কী বিরাট চেহারা!

কপম্যানহার্স্ট লক্সলিকে জানালো যে কি ভাবে এই রাতে এই লোকটি অকস্মাৎ এসে আশ্রয় নিয়েছে। লোকটির আসল পরিচয় অবশ্য কপম্যানহার্স্ট নিজেও বের করতে পারেনি। লক্সলি কিন্তু তাঁকে চিনে ফেলেছে। হ্যাঁ, এই ত সেই মানুষটি যে আইভ্যান্‌হোকে টুর্ণামেণ্টে সাহায্য করেছিল। যে-ই হোক না কেন, লোকটি দুর্বলের সহায়। সুতরাং তার সঙ্গে তাদের বিবাদ হবার কারণ

নেই। বরং এখন এই লোকটি সিড্রিক, এথেলস্টেন প্রভৃতিকে মুক্ত করার ব্যাপারে সাহায্য করতেই পারে।

লোকটি লক্সলির কথাবার্তায় বেশ খুশি হোল। দস্যু হোলে কি হয়, এরা হৃদয়হীন নয়। বনে থাকলেই বুনো হয় না। তাছাড়া এরা যেমন রিচার্ডের পক্ষপাতী, তেমনি নিজেরা স্যাক্সন হওয়ায় সিড্রিকেরও মঙ্গল কামনা করে।

এবার যাত্রা হোক সুরু। তাই হোল। কপম্যানহার্স্টকে এখন চমৎকার দেখাচ্ছে। তার বেশ-ভূষা একেবারে সবুজ রঙের হয়ে গেছে। সে লক্সলি, ওয়াম্বা, গার্থ ও সেই লোকটির হাতে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে টরকুইলস্টোন দুর্গের দিকে যাত্রা করলো।

সারারাত পথ হাঁটা সম্ভব হয়নি। সকালেও হাঁটতে হয়েছে। তারপর বন্দীদের নিয়ে ব্রায়ান ও ডিব্রেসি টরকুইলস্টোন দুর্গে এসে হাঁপ ছাড়লো। এখানে এসে তাঁদের ভাবনা-চিন্তা অনেকটা দূর হোল। ভাবনা বাড়লো সিড্রিক মশায়ের। তিনি আর এথেলস্টেন এক ঘরে বন্দী হয়ে রাগে বৃথাই ফোঁস ফোঁস করতে লাগলেন। রোয়েনা ও রেবেকাকে পৃথক পৃথক কুঠুরিতে বন্দী করে রাখা হোল। মেয়ের কাছ-ছাড়া হয়ে আইজাক মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলো। সে টাকার লোভ দেখালো। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। রেবেকাকে কোনো মতেই তার কাছে বন্দী রাখার হুকুম দেওয়া হোল না। বিওয়ফ তাকে বাগে পেয়ে বরং গোঁফে চাড়া দিতে লাগলো। তাছাড়া শত্রুদের বন্দী রেখে

এখন যা ইচ্ছে তাই করা যেতে পারে। তাঁর এই দুর্গে এসে বন্দীদের মুক্ত করবে এমন সাধ্যি আছে কার? খাড়া পর্বতের মতো দুর্গ। রোদে ঝকঝক করছে দুর্গের চূড়া। দুর্গের চারিদিক গভীর পরিখা দিয়ে ঘেরা। পরিখা পার হয়ে দুর্গে ঢুকে পড়া এ-জন্মের কাজ নয়। যিনি সে চেষ্টা করবেন, তিনি সেখানেই অক্কা লাভ করবেন।

ভাবনা-চিন্তা যখন নেই, তখন ভাগাভাগির হিসেবটা অঙ্ক কষে ঠিক করে ফেলাই উচিত—এই ভেবে ব্রায়ান ডিব্রেসিকে বললেন, তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু নীল নয়না রেবেকা না হলে তাঁর চলবে না। সে ছাড়া তাঁর হৃদয় শূন্য হয়ে যাবে।

অবশ্য মনে মনে হিসেবের অঙ্ক কি ভুল হয়! হাড় চিবোলে যেমন মাংসের টুকরোও বাদ যায় না, তেমনি রেবেকাকে লাভ করতে পারলে আইজাকের অর্থও পাওয়া যাবে। অবশ্য আইজাক চশমখোর; তা হোক তিনি নিজেও কম সেয়ানা নন।

তর্ যেন সয় না। বিওয়ফ আইজাকের কাছে গিয়ে এতো বেশি টাকা দাবী করলো যে, তা শুনেই তার চক্ষু চড়ক গাছ! কোথায় পাবে সে এতো টাকা? খৃষ্টানরাই তার অর্থ নিয়ে নিয়ে তাকে ফতুর করেছে। যাহোক এখনো সামান্য যা আছে তা দিয়েই সে মেয়েকে নিজের কাছে রাখার অনুমতি চাইলো। বিওয়ফ তার এ কথা কানেই তুললেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আইজাকের প্রতি কড়া শাস্তির হুকুম দিলেন। আইজাককে উলঙ্গ করে তপ্ত লোহার উপর শুইয়ে রাখতে হবে। তারপর গরম তেলের কড়াইয়ে তাকে

ফেলা হলে সে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটবে। তখনই নাকি বিওয়ফ বেশ মজা পাবেন। বিওয়ফের হুকুম মতো প্রহরীরা শাস্তির ব্যবস্থা করলো। এমন সময় বাইরে জোরে শিঙা বেজে উঠলো। বিওয়ফ আজকের মতো আইজাককে শাস্তির হাত থেকে রেহাই দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে অন্ধকূপ ত্যাগ করলেন। আইজাফ প্রায় উলঙ্গ অবস্থা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। আপাততঃ সে রক্ষা পেয়ে 'আব্রাহামে'র নাম উচ্চারণ করতে লাগলো। জয় আব্রাহাম, জয়, জয় আব্রাহাম।

ও দিকে রোয়েনারও উপর অত্যাচার চলছিল। রোয়েনার ঘরটা মন্দের ভালো বলা যেতে পারে। তাছাড়া ডিব্রেসি যে রসিক ব্যক্তি, এই প্রথম প্রমাণ দিলেন। শাস্তির বদলে তিনি রোয়েনাকে সোহাগ করতে সুরু করলেন। আধো আধো চোখ বুজে জানালেন তিনিই রোয়েনার ছ'চোখে বন্দী। কবিরা গায় শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ডিব্রেসির 'যশোগান'। ডিব্রেসি গাইবে সুন্দরী রোয়েনার জয়-গান।

শঠতারও সীমা আছে। রোয়েনার কাছে ডিব্রেসির এই শঠতা অসহ্য মনে হোল। তিনি ডিব্রেসিকে কাটা-কাটা কথা শোনাতে লাগলেন।

সে সব কথায় ডিব্রেসির ভ্রূক্ষেপ নেই। তখন অনুনয় বিনয় সুরু করলেন রোয়েনা। রোয়েনার সে চেষ্টাও বৃথা প্রমাণিত হোল, যখন ডিব্রেসি রোয়েনাকে নির্মমভাবে বললেন, উইলফ্রেড অফ আইভ্যান্‌হোকে তার আর পাবার কোনো আশাই নেই। সুতরাং রোয়েনার মুখের কোনো ফাঁকা আওয়াজেই কিছু কাজ হবে না।

তাঁর অনুনয়-বিনয় অরণ্যে রোদন মাত্র। বেশ জোর গলায় ডিব্রেসি জানালেন আইভ্যান্‌হো দুর্গের মধ্যে তাঁরি হাতে বন্দী। বিওয়ফ যদি আইভ্যান্‌হোর বন্দীত্বের কথা জানতে পারেন তাহলে এখুনি গিয়ে হাতে মাথা কাটবেন। সুতরাং সাবধান, রোয়েনা দেবী।

এই সব কথা শুনে রোয়েনা কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না। আবার উইলফ্রেড যে এই দুর্গে বন্দী—এ কথাই বা তিনি কেন বিশ্বাস করবেন?

ডিব্রেসি বললেন—ইহুদীর গাড়িতেই ত উইলফ্রেড অসুস্থ অবস্থায় ছিল। ঐ অবস্থায় তাকে বন্দী করা হয়েছে।

রোয়েনা এবার ভেঙে পড়লেন। তিনি ডিব্রেসিকে বললেন—দোহাই তাঁকে রক্ষা করুন।

ডিব্রেসি মাত্র একটি সর্তে রাজি হোলেন। রোয়োনা যদি সম্পুর্ণরূপে তাঁর নিজের হয়, তবেই আইভ্যান্‌হোর প্রাণ রক্ষা পেতে পারে।

রোয়েনা নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। দুঃখে বেদনায় তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁর কান্না দেখে ডিব্রেসির মতিগতির কিছুটা পরিবর্তন হোল। রোয়েনার চোখের জলই যেন তাঁর হৃদয়কে ভিজিয়ে দিল। তিনি রোয়েনাকে ভালো কথায় সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। এমন সময় বেজে উঠলো শিঙা। ডিব্রেসির মতলবটা যেন ঐ ডাকে ভেস্তে গেল।

লেডী রোয়েনা যখন ঐরকম অবস্থায়, তখন দুর্গের আর একটি

চোর-কুঠুরিতে রেবেকা দুঃখে কপাল ঠুকছিল। পাশের একটি ঘরে সময় কাটাবার জন্যে এক বুড়ি স্যাক্সন-সঙ্গীত গাইতে গাইতে চরকায় সুতো কাটছিল। প্রহরীরা রেবেকাকে বুড়ির ঘরে নিয়ে এসে ঐ বুড়িকে জোর-জবরদস্তিতে বের করে দিল। বুড়ি তর্জন-গর্জন করে উঠলো। কিন্তু তর্জন-গর্জন কে শোনে। এখন ত তার সেই বয়স নেই। এমন দিন ছিল যখন এক ডাকে বিওয়ফের লোকজন তার হুকুম তামিল করতো। এখন তার শনির দশা। সে রূপ নেই, সে যৌবনও নেই। তাই তার আদরও নেই।

রেবেকাকে দেখা-শোনার ভার তার উপরেই পড়লো। উরফ্রয়েড বুড়ি হোলে কি হয়, চোখের দোষ হয়নি তার একটুও। রেবেকাকে দেখেই তাকে ইহুদীর মেয়ে বলে চিনতে পারলো। রেবেকার দুঃখ দেখে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। কিন্তু রেহাই পাবার কোনো উপায় নেই, সে নিজেও পায়নি। তার বাবা আর সাতভাইকে মেরে তাকে এই দুর্গে এনেছিল। তারপর বাপ বেটায় ঝগড়া হোল। বেটা বিওয়ফ নিজের বাপকে মেরে তার সর্বনাশ করলে।

তাদের কথাবার্তা চলছে, এমন সময় ব্রায়ান এসে উপস্থিত। বুড়ি আর কি করে? ভয়ে গুটিসুটি মেরে সরে পড়লো। ব্রায়ানকে দেখে রেবেকা তার সমস্ত অলঙ্কার খুলে ফেলে তাঁকে নিরস্ত করতে চাইলো। ব্রায়ান ত অলঙ্কার নিতে আসেন নি। সবার সেরা অলঙ্কার নীলনয়না রেবেকাকেই তাঁর প্রয়োজন। অন্যথায়, তিনি জানিয়ে দিলেন গরম কড়াইয়ে তেল ফুটছে। সেই তেলে আইজাককে ছাড়া হবে।

রেবেকা অনুনয়ের সঙ্গে জানালো ব্রায়ান একজন খৃশ্চান, সে একজন ইহুদী-মেয়ে। এমন কথা তিনি কি ভাবে মুখে আনলেন !

ব্রায়ান বললেন—ইহুদীর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে? Despardieux ছি ! ছি ! ছি।

হাসতে হাসতে তিনি জানালেন, রেবেকা যেন অতটা আশা না করে। তিনি সব ব্যাপারেই পরিমাণ বুঝে কাজে নামেন। রেবেকা ব্রায়ানের কথায় আমল দেয় না। তাই ব্রায়ান এবার জোর-জবরদস্তি সুরু করলেন। ব্রায়ান ইহুদী-মেয়েকে শায়েস্তা করতে জানেন। হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন তিনি।

বাঁচবার যেন কোন উপায় নেই ! এই অবস্থায় রেবেকা জানালা খুলে ফেলে ছাদে উঠে ঝাঁপ দেয় আর কি। ব্রায়ান বুঝলেন, তিনি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। অনেক কাকুতি মিনতি ও সাহসিকতার প্রশংসা ক'রে তিনি রেবেকাকে ছাদ থেকে জানালার কাছে আনলেন। তারপর সুরু করলেন নিজের বিষাদময় জীবন-কাহিনী…

ব্রায়ানও ভালবাসতে জানতেন, ভালোও বেসেছিলেন। কিন্তু মেয়েরা হচ্ছে কেউটে সাপের জাত ! দুধ-কলা দিয়ে বৃথাই তাদের পুষে রাখা। সময় ও সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে শুনলেন, যে-মেয়েটিকে তিনি ভালবাসতেন, সে হঠাৎ আর একজনকে বিয়ে করেছে। এই ত প্রেমের মূল্য ! এখন তার জীবনে প্রেম নেই,—আছে শুধু প্রতিহিংসা। তাই সেই প্রতিহিংসায়

রেবেকাকে তাঁর চাই-ই। ভয় দেখিয়ে সম্ভব না হলে, আর একবার হৃদয় দিয়ে চেষ্টা করবেন তিনি। তবু পিছ্-পা হবেন না। এমন সময় গুরু গুরু ধ্বনিতে শিঙা বেজে উঠলো। তিনি বুঝলেন, ক্ষণমাত্র দেরি না করে তাঁর যাওয়া দরকার তিনি দ্রুত বেগে প্রস্থান করলেন।

রেবেকা আপাতত কোনমতে রক্ষা পেলেও এত শেষ-রক্ষা নয়। তবু সে নিজের জন্য বেশি চিন্তিত নয়। পিতা আইজাকের কী দশা হোল, এই ভাবনায় সে ব্যাকুল হয়ে উঠলো আর সেই স্যাক্সন রুগ্ন ব্যক্তিটির কথা মনে হওয়ায় সে অধিকতর বিচলিত হয়ে মনে মনে ছট্‌ফট্ করতে লাগলো। তবু এই স্যাক্সনের জন্য হৃদয়ের এই আলোড়ন বৃথাই—ভেবে সে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করলো।

শিঙার শব্দে ব্রায়ান, ডিব্রেসি, এবং বিওয়ফ দুর্গের মধ্যে যেটি বড় 'হল' সেখানে এসে জড়ো হয়েছেন।

বিওয়ফ বললেন—গোলমালের কারণ খুঁজতে গিয়ে এই চিঠিটা পাওয়া গেছে। স্যাক্সন ভাষায় লেখা চিঠি। ব্রায়ান তাড়াতাড়ি চিঠিটা হাতে নিয়ে পাঠোদ্ধার করলেন। তিনি পড়ে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন চিঠির অর্থ,—

আমি উইট্‌লেসের বেটা ওয়াম্বা—রদারহুডের সিড্রিক মশাইয়ের ভাঁড়। আমি গার্থ বিয়োলোফের ছেলে—সিড্রিক মশাইয়ের শূকর চরিয়ে বেড়াই। আমরা দু'জন আমাদের মিত্র লি-নয়ার ফেনিণ্ট ও

লক্ষলির সাহায্য পেয়েছি। তাই, হে রেজিনল্ড-ফ্রন্ট-ডি বিওয়ফ, এবার তোমাকে ও তোমার কুটিল বন্ধুদের জানাই, যদি তিন হাজার ছ'শ সেকেণ্ডের মধ্যে বন্দীদের ভালোয় ভালোয় ছেড়ে না দাও, তাহলে তোমরা 'টেরটি' পাবে।

চিঠির বক্তব্য শুনে ডিব্রেসি ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে লাগলেন। বুনোদের বিরুদ্ধে তিনি সড়কি বল্লম ধরবেন? ছি। ছি!

ব্রায়ান এক কাঠি ওপরে যান। তিনি বললেন—কুচ পরোয়া নেই। এখুনি গিয়ে সাবাড় করে দিচ্ছি। বেটাদের আস্পর্ধা কম নয়। পিপীলিকা পাখা ধরে মরিবার তরে। বেটারা মরুক। যে ক'জন নাইট আছি, আমরা এক নিমেষে তাদের যুদ্ধ-সাধ সাঙ্গ করবো। বিওয়ফ মশাই, মুষড়ে পড়বেন না।

বিওয়ফ বললেন—মনে রাখবেন ওরা ঘুঘু স্যাক্সন। ওরা সব পারে। আর ওদের সঙ্গে লি নয়ার ফেনিণ্ট আছে। লোকটা সুবিধের নয়। একাই একশ। আমাদের দুর্গের সৈন্য-সামন্তরা ইয়র্কে গেছে। ম্যালভইসিনকে খবর পাঠানো ভারি মুস্কিল। শত্রুরা চারদিক ছেয়ে ফেলেছে।

ব্রায়ান বললেন—এ যে লোক হাসি ব্যাপার। আমাদের মত তিনজন নাইটকে একজন ভাঁড় ও একজন শূকরী-রাখাল আক্রমণ করেছে শুনলে আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবেনা।

বিওয়ফ ব্রায়ানকে বললেন—একটা কড়া উত্তর লিখুন।

ব্রায়ান বললেন—তাদের আবার উত্তর দিতে হবে? দিতেই যদি হয় কলমে নয় মশাই, বর্শা দিয়ে লিখবো।

তবু বিওয়ফের পীড়াপীড়িতে তিনি একটা উত্তর খাড়া করলেন। পত্রের বক্তব্য হচ্ছে এই—

সার রেজিনল্ড ফ্রন্ট-ডি-বিওয়ফ তার গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে দাস, দস্যু ও পলাতকদের যুদ্ধাহ্বান গ্রহণ করেন না। তবে বন্ধু পুংগবগণ, বন্দীদেব আজ দুপুরের আগে জবাই করা হবে। তাই বিওয়ফ বলেছেন, বন্দীদেব প্রায়শ্চিত্তের জন্য একজন ধর্মযাজককে পাঠাতে পারো—তিনি তাকে গ্রহণ করবেন।

চিঠিটা দেওয়া হোল বিদ্রোহীদের সেই দূতকে, যে ওয়াম্বা ও গার্থের চিঠি নিয়ে এসেছিল।

দূত একছুটে চিঠিটা দিলে।

ওয়াম্বা বললো—প্রভুর প্রাণদণ্ড, হা হরি!

ব্ল্যাক্‌নাইট লি-নয়াব ফেনিন্ট বললেন—ঠিক আছে। বন্দীদের অবস্থা দেখে আসা দরকার। সুতবাং কপম্যানহার্স্টের যাওয়াই ভালো, তিনি এমনিতেই সন্ন্যাসীলোক।

কপম্যানহার্স্ট বললো—বাপ্ রে। আমি দশ-বিশটা হরিণ মারতে পারি। কিন্তু ধম্মকম্ম করা আমার কাজ নয়।

তাহলে কে যাবে? পবস্পর তাবা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে।

ওয়াম্বা 'আমি যাবো' বলে লাফিয়ে উঠলো। সে বললো—এককালে ত ধর্মযাজকই ছিলাম, এখন না হয় ভাঁড় হয়েছি।

ধর্মযাজকের বেশ-ভূষা পরে ওয়াম্বা বলে উঠলো—প্যাক্স ভবিস্‌কাম ( Pax vobiscum )।

তারপর সে গন্তব্য পথে গম্ভীর চালে যাত্রা করলো।

দুর্গ-দ্বারে পৌঁছলে ওয়াম্বাকে সশস্ত্র প্রহরী জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করলো। ওয়াম্বার মুখে সেই এক বাণী—প্যাক্স ভবিস্‌কাম।

বিওয়ফের সামনে ওয়াম্বাকে নিয়ে যাওয়া হোল। তখন সত্যি সত্যি তার খুব ভয় হয়েছে। সে কাঁপতে লাগলো।

তবু বিওয়ফ কোনো রকম সন্দেহ করলেন না। তার সামনে যে আসে সে-ই ওরকম কাঁপতে থাকে। ওয়াম্বা জানালো, সে সেণ্টফান্সিস সম্প্রদায়ভুক্ত। তাকে শত্রুরা জোর করে ধরে বন্দীদের প্রায়শ্চিত্তের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। ওয়াম্বার এই কথায় অবিশ্বাস করার মতো কিছুই নেই। বিওয়ফ জিজ্ঞেস করলেন—দস্যুরা সংখ্যায় কত হবে, বলতে পারেন ?

ওয়াম্বা মাথা চুলকোতে চুলকোতে দু-চার রকম উত্তর দিতে দিতে বললো—তা শ পাঁচেক হবে বৈকি।

ব্রায়ান বললেন—বাপু তোমাকে বিশ্বাস কি ?

ওয়াম্বা বললো—ফলেন পরিচীয়তে।

যাহোক, ওয়াম্বাকে প্রায়শ্চিত্তের কাজে লাগান হোল।

ওয়াম্বাকে সিড্রিক ও এথেলস্টেনের ঘরে নিয়ে যাওয়া হোল। ওয়াম্বা সিড্রিক ও এথেলস্টেনকে হাঁড়ি কাঠে মাথা গলাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে বললেন। তবে তার আগে মনকে প্রস্তুত করা চাই। এই কারণেই প্রায়শ্চিত্তের বিধান।

সিড্রিক ও ওয়াম্বার যখন কথাবার্তা চলছে তখন হঠাৎ সিড্রিক মরণকালেও কথা না বলে থাকতে পারলেন না।—আমি যে এ গলা চিনি। তুমি কে বাছাধন ?

ওয়াম্বা ভোল্ বদলে বললো—আজ্ঞে আপানারই দাসানুদাস সেই আকাট মূর্খ ভাঁড়। তবে এখন এই মূর্খের পরামর্শে জীবন রক্ষা করা যেতে পারে।

সে তার প্রভুকে বেশ-ভূষা বদল করতে বললো। সিড্রিক মশায় বললেন—এথেলস্টেনকে রক্ষা করাই স্যাক্সনদের উচিত।

ওয়াম্বা বললো—ওঁর গুণপনা যতোই গাইতে থাকুন না কেন, আমি উচিত টুচিত বুঝি না। আমি প্রাণ দিতে পারি একমাত্র আমার প্রভুর জন্য।

একথা শুনে এথেলস্টেনের বীরত্বে যেন ঘা লাগলো। তিনি একজন ভাঁড়ের দয়ায় বাঁচতে চান না। এছাড়া তিনি যুক্তি দেখালেন যে, সিড্রিক দুর্গের বাইরে যেতে পারলে অনায়াসে দুর্গ আক্রমণকারীদের উৎসাহিত করতে পারবেন।

সিড্রিক রাজি হলেন। কিন্তু তিনি ধর্মযাজকের মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানেন না। ধরা পড়লে কি হবে।

ওয়াম্বা বললো, আজ্ঞে আমার প্যাক্স ভবিস্কম সব কিছু মাৎ করতে পারে।

সিড্রিক ধর্মযাজকের ছদ্মবেশে দুর্গের বাইরে যাবার জন্য পথ হাতড়াচ্ছেন। বের হওয়াই মুস্কিল।

উরফ্রয়েড সিড্রিককে দেখে বুঝতে পারে যে একজন যাজক পালাবার জন্য ব্যস্ত। তিনি নিশ্চয়ই বিওয়ুফদের শত্রু। সে কাছে এসে বললো—আপনার ব্যাপার দেখেই বুঝেছি আপনি কি চান? আসুন—আমি আপনাকে পথ দেখাবো।

সিড্রিক তার কথায় বিশ্বাস করতে ভরসা পান না। উরফ্রয়েড তখন তার জীবনের সব ঘটনা জানালো। সিড্রিক ত এসব ঘটনা জানতেন। কিন্তু তাঁর বাবার বন্ধুর মেয়ের যে আজ এমন দশা হয়েছে, এ যেন তিনি ভাবতেই পারেন না।

উরফ্রয়েডকে তিনি ধিক্কার দিতে লাগলেন। সে জানালো—প্রতিশোধ নেবার জন্যই আজো সে বেঁচে আছে। সে বিওয়ফকে দিয়ে বিওয়ফের পিতাকে হত্যা করিয়েছে। এখন আছে বিওয়ফ। সে বাধ্য হয়েই বিওয়ফেব কাছে জীবন যাপন করেছে; বারবার ভেবেছে স্যাক্সন-গৌরব সিড্রিক যদি তার খবর কোনোদিন পান তাহলে নিশ্চয়ই বিওয়ফের এই চরম অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবেন। উরফ্রয়েড বললো—আর দেরি করবেন না। এখন প্রতিশোধের প্রকৃত সময় এসেছে। আপনি বাইরে গিয়ে এই দুর্গ আক্রমণ করুন। জেনে রাখুন, এই হতভাগিনী বাঁচতে চায়না। কিন্তু এই দুর্গ আর এই দুর্গের মালিক বিওয়ফকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করবো। আপনি বাইরে গিয়ে আক্রমণ করলে আমি দুর্গের ভিতর আগুন জ্বালাবো। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে সেই আগুন।

এমন সময় থক্‌থক্‌ করতে করতে নেশায় চুর হয়ে বিওয়ফ সেখানে এসে জিগ্যেস করলেন—ধর্মযাজক কোথায় গেল?

উরফ্রয়েড সিড্রিক বললো—আপনি পালান, আপনি পালান। —বলেই সে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিওয়ফ সিড্রিককে দেখতে পেয়ে জিগ্যেস করলেন—স্যাক্সন-দের প্রায়শ্চিত শেষ হয়েছে?

সিড্রিক বললেন—আজ্ঞে, এখন তারা আপনার ফাঁসি-কাঠে মাথা পেতে দিতে তৈরী হয়েছে।

বিওয়ফ বললে—বেশ, বেশ। আচ্ছা, এবার আপনাকে একটি কঠিন কাজ দেব।

সিড্রিক কঠিন কাজের কথা শুনেই চমকে উঠলেন। কে জানে আবার কোন্ বিপদ!

বিওয়ফ তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে একটি চিঠি দিয়ে বললেন,—আপনি ম্যালভইসিনের দুর্গে গিয়ে তাঁকে ব্রায়ানের এই চিঠিটি দিয়ে বলবেন—তিনি যেন এটি ইয়র্কে পাঠিয়ে দেন। সৈন্য এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমরা, দুর্গের নিরাপদ স্থানে থাকবো। আর আপনি শুনুন, শত্রুদের কাছে গিয়ে এমনভাবে কথা বলুন যাতে তারা আমাদের সাহায্য না আসা পর্যন্ত আক্রমণ করতে না আসে। যুদ্ধ শেষ হলে আপনি খুশি মনে এসে দেখা করবেন।

এসব পরামর্শ দিয়ে বিওয়ফ সিড্রিককে দুর্গের পেছন দুয়ার দিয়ে বাইরে যাবার ব্যবস্থা করলেন।

তারপর বিওয়ফ সিড্রিক ও এথেলস্টেনকে তার সামনে হাজির করার জন্য আদেশ দিলেন।

তাঁদের সেখানে আনা হোলে তিনি সিড্রিকের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। কথা বলেই বুঝতে পারলেন 'আসল পাখি খাঁচা ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে।'

এখন হা হুতাশ করার সময় নয়। আজ তিনি ভাঁড়ের কাছে

পরাজিত হয়ে সিড্রিককে স্বয়ং বাইরে যাবার পথ দেখিয়েছেন—এই ভেবে তাঁর সমস্ত ক্রোধ পড়লো ওয়াম্বার উপর। তিনি হুকুম করলেন—ওয়াম্বার মাথার চামড়া খুলে ফেলা হোক।

মরণকালেও ওয়াম্বার ভাঁড়ামি কম নয় ত। সে বললো—ছিলাম যাজক; আপনার সদয় বিচারে মাথায় লালরং ধারণ করে যাজক থেকে সোজা 'কার্ডিনাল' হয়ে যাচ্ছি? আহা! আমার কি সৌভাগ্য।

ডিব্রেসি বললো—হতভাগার লজ্জা নেই! কবরের ভিতরে গিয়ে বেটা খিল্ খিল্ করে হাসবে নাকি? তার চেয়ে বেটা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে চলুক। ওকে নিয়ে খুব মজা হবে।

এদিকে বিওয়ফ যুদ্ধের আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠেছেন। রেহাই পাওয়া বড়ই মুস্কিল, এখন যুদ্ধ না হলে তিনি বাঁচেন! কিন্তু কী ভাবে বা তা রদ হয়। তিনি এথেলস্টেনকে জানালেন যে, তাঁকে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে যদি তিনি উচিত মূল্য দিতে পারেন তাঁর মুক্তির বিনিময়ে। কিন্তু যুদ্ধ আগে বন্ধ করতে হবে। আরেক কথা, ঐ অর্থের বদলে আইজাককে ছাড়া হবে না।

ডিব্রেসি বললে—রোয়েনাকে আমি ছেড়ে দিতে রাজি নই। লোকে বলবে—ভয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি। উহুঁ, তাকে ছাড়া হতেই পারে না।

ব্রায়ান সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে বললেন—আপনাদের কথা শুনেই আমাকে বাধ্য হয়ে এখানে আসতে হোল। রেবেকাকে ছেড়ে দেওয়ার কোন কারণ নেই। বিশেষতঃ সে ইহুদী কন্যা।

বিওয়ফ বললেন—এথেলস্টেনের ঐ অর্থে ভাঁড়কে ছেড়ে দেওয়ার কোন কথাই উঠতে পারে না!

রোয়েনাকে ছাড়া হবে না,—ডিব্রেসির এই কথা শুনে এথেল্-স্টেন মনস্থির করে ফেলেছেন যে তিনিও বাইরে যাবেন না। লেডি রোয়েনাকে তিনি বিয়ে করবেন একথা দেশসুদ্ধ লোক জানে। এখন তাকে ছেড়ে চলে গেলে লোক-হাসির ব্যাপার হবে।

এই রকম কথাবার্তা চলেছে তখন খবর এলো আয়মার দস্যুদের হাতে বন্দী হয়েছেন। দস্যুরা অর্থের বিনিময়ে তাঁকে ছেড়ে দিতে পারে।

বিওয়ফ নাক সিঁটকিয়ে বললেন,—ধর্মযাজকের জন্য আমরা অর্থ দেব! আয়মার ধর্ম্মকর্ম্ম করে আমাদের চেয়ে বেশি টাকা উপার্জন করেছেন। তার কথা ভাববার এখন আমাদের সময় নেই।

বিওয়ফের কথা শেষ হওয়ার আগেই ডিব্রেসির চীৎকারে সবাই ভীত হয়ে উঠলো। সে দুর্গের চূড়ায় গিয়ে দস্যুদের দুর্গ আক্রমণ করতে এগিয়ে আসতে দেখেই চীৎকার করে উঠেছে।

অধিক সময় নেই। এক মুহূর্তে প্রস্তুত হওয়া দরকার। বিওয়ফ তৎক্ষণাৎ ডিব্রেসিকে দুর্গের পূর্বদিকে, ব্রায়ানকে পশ্চিমদিকে সসৈন্য প্রস্তুত থাকার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি নিজে—বাইরের দিক থেকে যাতে শত্রুদের হটিয়ে দেওয়া যায় তার জন্য রওনা হোলেন।

দুর্গের মধ্যে যে রুগ্ন ব্যক্তিটি আইজাকের শকটে আসার সময়

বন্দী হয়েছিলেন তিনি স্বয়ং আইভ্যান্‌হো। টুর্ণামেণ্টে তিনি যেরূপ আহত হয়েছিলেন তাতে তাড়াতাড়ি ভালোরকম চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। রেবেকার অনুরোধে তার পিতা আইভ্যান্‌হোকে নিজের আবাসেই নিয়ে যাচ্ছিলো। রেবেকা মরিয়মের কাছে যে বিদ্যা লাভ করেছিল তাতেই সে আইভ্যান্‌-হোকে সত্বর সুস্থ করে তুলবে এই দৃঢ় বিশ্বাস তার মনে ছিল। মরিয়মকে লোক ডাইনি বলে হত্যা করেছে কিন্তু তারা ত জানতো না—সে চিকিৎসা বিদ্যায় কত বড়ো ছিল।

মরিয়মের শেখান বিদ্যায় রেবেকা আইভ্যান্‌হোকে সুস্থ করে তুলছিল। হায়, এমনি কপাল আইভ্যান্‌হোকে শকটে রেখে নিজে ঘোড়ার পিঠে যেতেই ব্রায়ানের কুনজরে পড়েছিল। তারপর এই বন্দী দশা।

বন্দী অবস্থায় রেবেকা আইভ্যান্‌হোকে শুশ্রূষা করতে পারবে এমন কোন আশাই ছিল না। তার জন্য পৃথক ঘরের ব্যবস্থা হয়েছিল, বুড়ি উরফ্রয়েডের উপর রুগ্ন আইভ্যান্‌হোকে দেখা-শোনার ভার পড়েছিল। কিন্তু উরফ্রয়েড যেন আর বিওয়ফের দেওয়া নাম উরফ্রয়েড নয়। সে সেই আগেকার দিনের চঞ্চল আলরিকা। তার বুক জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। সে প্রতিশোধ চায়। তাই রেবেকার উপর সে আইভ্যান্‌হোর দেখাশোনার ভার দিয়ে নিজে নানা মতলব আঁটছিল।

রেবেকা আইভ্যান্‌হোর সেবা শুশ্রূষার ভার পেয়ে ভাবলো, তাহলে কপাল তার এতো মন্দ নয়। ভগবান তার মুখের দিকে

চাইবেন, তার মনের কথা বুঝবেন। আইভ্যান্‌হোকে সে বন্দী হওয়ার ঘটনা সবিস্তারে বলেছে। কথাবার্তার ইঙ্গিতে সেবা শুশ্রূষায় সে মনের কথা বলতে চেয়েছে কিন্তু মনের কথা তার মনেই রয়ে গেছে, মুখে আসেনি। তিনি কি তার মনের কথা বোঝেননি ?

রেবেকা যেমন সব সময় আইভ্যান্‌হোব কথা ভাবে, তেমনি আইভ্যান্‌হো কী যেন ভেবে যখন-তখন উদাসীন থাকেন।

বাইরের কোলাহলে তাঁর সেই উদাসীন ভাব হঠাৎ যেন কেটে যায়। তিনি কোলাহলের কারণ রেবেকার কাছে জেনে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন আর কী !

রেবেকা এসে তাড়াতাড়ি তাঁকে বাধা দিয়ে শুইয়ে দিল।

রেবেকা বললো—আপনি এখনো দুর্বল। না জানি ঐ ভাবে উঠতে গিয়ে কী বিপদ ঘটিয়ে বসতেন।

আইভ্যানহো বললেন—যুদ্ধ বাধলে নিজেকে স্থির রাখতে পারি না। না জানি কী হচ্ছে। জানালায় গিয়ে দেখতে পেতাম।

রেবেকা জানালার কাছে বসে আইভ্যান্‌হোকে যুদ্ধের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিতে লাগলো।

…দুদিক থেকেই যুদ্ধ সুরু হয়েছে…।

আইভ্যান্‌হো বললেন—আপনি খুব সাবধানে বসুন। তীর-টীর এসে যেন গায়ে না লাগে।

রেবেকা বললো—লাগলেই বা মন্দ কি ?

আইভ্যান্‌হো রেবেকার কাণ্ড দেখে উঠে পড়েন আর কী। কাজেকাজেই রেবেকা নিজেকে আড়ালে রেখে থেমে থেমে যুদ্ধের বর্ণনা দিতে লাগলো।

আইভ্যান্‌হো এক নাগাড়ে যুদ্ধের বর্ণনা শুনতে না পেয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। রেবেকা বললো—

…কিছুই দেখা যায় না। শুধু যেন তীরের বৃষ্টি হচ্ছে।… ঐ যে ব্ল্যাক নাইট…তাঁকে ভীষণ বেগে বিওয়ফের সৈন্যরা বাধা দিচ্ছে …ব্ল্যাক্‌ নাইট ভয়ঙ্করভাবে এগিয়ে আসছেন….কাঠের বেড়া তিনি ভেঙে ফেললেন….বিওয়ফ ও তাঁর মধ্যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ স্বরু হলো ….বিওয়ফকে ভীষণ ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় দুর্গে নিয়ে যাচ্ছে….ঐ যে তার গা বেয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।…

আইভ্যান্‌হো জিগ্যেস করলেন—আক্রমণকারীরা কদ্দুর এগিয়ে এসেছে ?

রেবেকা বলতে লাগলো—

আক্রমণকারীরা দুর্গের প্রাচীরে উঠবার চেষ্টা করছে….ঐ যে প্রাচীরের ওপর থেকে ভারী জিনিষ তাদের ওপর ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে ….আশ্চর্য শক্তি ব্ল্যাক্‌ নাইটের….দুর্গের প্রাচীর রক্ষার সৈন্যদের এখন পরিখার জলে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে। দুর্গে প্রবেশের জন্যে পরিখার উপরের সেতুটিকে ভেঙে দিয়ে ব্রায়ান তার লোকজন নিয়ে দুর্গের মধ্যে পালাচ্ছে।…ভীষণ যুদ্ধ চলছে…ব্ল্যাক্‌ নাইট দুর্গের ভিতরে যাবার ব্যবস্থা করছেন…ঐ ত কৃত্রিম সেতু নির্মাণ করেছেন…।

আইভ্যান্‌হো জিগ্যেস করলেন—দুর্গের নাইটরা এখন কি করছে? দুর্গেই বা এত কোলাহল কেন?

রেবেকা বললো—তারা এখন দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে; আশ্চর্য, ভিতরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে!

শয্যাশায়ী আইভ্যান্‌হোর উদ্ধারের জন্য রেবেকার অবস্থা উন্মাদের মতো হয়ে উঠলো। ব্রায়ান এসে ঘরে ঢুকলেন। তিনি আর সময় দিয়ে ভাবতে দিতে রাজী নন। আগুন ধরেছে দুর্গে। সব ছারখার হয়ে যাবে! জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন তিনি রেবেকাকে। আইভ্যান্‌হো রেবেকার দুর্দশা দেখে নিরুপায় অবস্থায় ব্রায়ানের নাম ধরে রাগে চীৎকার করতে লাগলেন।

ব্ল্যাক্‌ নাইট আইভ্যান্‌হোর ঘরে ঢুকে বললেন ভাগ্যিস্‌ আপনি চীৎকার করেছিলেন। আপনার গলার স্বর শুনে ছুটে এসেছি।

এখন কোনো কথা শুনবার সময় নেই ভেবেই আইভ্যান্‌হোর উদ্ধারের বিশেষ ব্যবস্থা করে অন্যান্যদের উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

আগুন আরো জ্বলে উঠেছে। কোথাও ছাদ ভেঙে পড়ছে, কোথাও দেওয়াল ধ্বসে যাচ্ছে। চারিদিকে বিপদের সীমা নেই।

এই বিপদের মধ্যে থেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত রোয়েনাকে সিড্রিক উদ্ধার করলেন। তাঁকে বাইরে নিয়ে গিয়ে রেখে দিয়ে আসার ভার পড়লো গার্থের উপর। ওয়াম্বা উদ্ধার লাভ করে এই অবস্থাতেও ভাঙা বর্ম বাজিয়ে রসিকতা করে নিল।

কিন্তু এথেলস্টেন কোথায় গেলেন? তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। দুর্গের পুরাতন হলগুলো হৈ চৈ করে খোঁজা হোল। এথেলস্টেন কোথাও নেই।

আক্রমণকারীদের পুরাতন 'হলে' দেখে ব্রায়ান রেবেকাকে দুর্গের বাইরে পালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এথেলষ্টেন অলস হলেও বীর বংশের ছেলে। রেবেকাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে দেখে তাঁর রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটে উঠলো। আরম্ভ হোল ব্রায়ানের সঙ্গে প্রচণ্ডতম যুদ্ধ। কিন্তু ব্রায়ান তখন মরিয়া। এথেলস্টেনের মাথায় তিনি এমন জোরে আঘাত করলেন যে, তৎক্ষণাৎ এথেলস্টেন মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

দুর্গের বাইরে ডিব্রেসিকে চুপচাপ দেখে ব্রায়ান একটু থামলেন। তিনি জিগ্যেস করলেন—ডিব্রেসি, তোমার একি দশা। চলে এসো, চলে এসো।

ডিব্রেসি বললো,—আপনি যান। আমাকে যিনি বন্দী করেছেন তাঁর কথা শুনলে আপনি নিজেও বন্দী হয়ে আমার মতো এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

ব্রায়ানের অতকথা শোনার সময় নেই। তিনি তাঁর ঘোড়ার লাগাম আলগা করলেন। ঘোড়া দ্রুত ছুটতে লাগলো। পেছনে তাকাবার সময় নেই। দেখলেও কিছু যেন দেখা যায় না। শুধু আগুন। চারিদিকে লেলিহান আগুন ছাড়া কিছুই যেন দেখার নেই। আগুন জ্বলছে তার হৃদয়েও।

দুর্গের আশে-পাশের সবাই দেখলো দুর্গের চূড়ায় দাঁড়িয়ে উরফ্রয়েড বুড়ি প্রতিশোধ-পূর্ণতার আনন্দে নিজেকে আগুনে আহুতি দিচ্ছে।

দিনের বেলায় ওকগাছের তলায় এসে সিড্রিক, ব্ল্যাক্ নাইট ও লক্সলির দস্যুদল যুদ্ধের শেষে কিছুটা আরাম ভোগ করতে ইচ্ছুক।

লক্সলি বললো—বিশ্বেস নেই, শত্রুরা কখন আক্রমণ করে বসে। লুটের জিনিষ ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়ে আপন আপন পথ দেখাই মঙ্গল।

লক্সলি সিড্রিককে তাঁর অংশ নিতে বললেন। কিন্তু এথেল-স্টেনের মৃত্যুর খবরে তিনি বিষাদমলিন হয়ে পড়েছেন। তিনি জানিয়ে দিলেন, ভাগ-টাগ তিনি চাননা। এখন রোয়েনাকে রদারহুডে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। লক্সলির জন্যই তাঁর মান রক্ষা পেয়েছে ; এই কারণে লক্সলিকে তিনি অশেষ ধন্যবাদ জানালেন।

লেডি রোয়েনা ঘোড়ায় চড়ে তাদের কাছে এসে হাজির। ডিব্রেসি তাঁকে দেখে তাড়াহুড়ো করে সম্মান জানাবার জন্য ব্যস্ত। রোয়েনা তাকে ক্ষমাও করলেন।

সিড্রিক রোয়েনাকে নিয়ে রদারহুডে চলে যেতে চান। ব্ল্যাক্ নাইটের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। তাই তিনি তাঁকে আত্মীয়ের মতো আহ্বান জানিয়ে রদারহুডে তাঁর বাসভবনে থাকার জন্যে অনুরোধ জানালেন।

ব্ল্যাক্ নাইট বললেন—আমি আপনার বাসভবনে গিয়ে কখনো কিছু প্রার্থনা করবো।

সিড্রিক প্রার্থনার বিষয় না জেনেও সানন্দে তাঁর কথায় স্বীকৃতি দান করলেন।

সিড্রিক ও রোয়েনা রদারহুডের দিকে রওনা হলেন। বনের পথে তারা আড়াল হয়ে গেলেন।

লক্সলি ব্ল্যাক্ নাইটকে লুঠের ভাগ নিতে অনুরোধ করলে তিনি লুঠের জিনিষের বদলে ডিব্রেসিকে গ্রহণ করে, তাকে মুক্তি দিলেন।

লক্সলির পিতাকে ডিব্রেসিই হত্যা করেছিল। তবু ব্ল্যাক্ নাইটের অনুরোধ সে অস্বীকার করতে পারলো না।

ব্ল্যাক্ নাইটের দ্বিতীয় অনুরোধে লক্সলি ও তার দস্যুদল বন্ধুত্ব দান করলো।

লুঠের জিনিষ-পত্তর সিড্রিক ও ব্ল্যাক্ নাইট গ্রহণ করলেন না। সেই কারণে লক্সলি লুঠের একটি অংশ চার্চের উদ্দেশ্যে রেখে বাকি অংশ নিজের দলের লোকজনের মধ্যে সমভাবে ভাগ করে দিলো।

ব্ল্যাক্ নাইট লক্সলির এই আচরণে শুধু বিস্মিত হলেন না, তাকে দস্যু বলে ভাবতেও লজ্জিত হলেন।

লক্সলি বললেন—আমাদের ধর্মযাজক কই? বণ্টনের আগেই ত তার দর্শন মেলে।

লক্সলির এই কথা বলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলের লোকজন চীৎকার করে উঠলো—ঐ যে আসছেন।

কপম্যানহার্স্ট একজন লোককে টেনে হিঁচড়ে সেখানে নিয়ে এলো। লোকটির কাতর অবস্থা দেখলে চোখ ফেটে জল বের হয়।

লক্সলি শুধালো,—লোকটি ত বেশ মজার। একে পেলে কোথায় ?

কপম্যানহার্স্ট বললো—দুর্গের মধ্যে যে-ঘরে 'পাকী' মদ খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, সে-ঘরেই এর সঙ্গে দেখা। তারপর বাইরে টেনে আনি। তখনও দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। বের হওয়া বিপজ্জনক। কি আর করি ইহুদী কুকুরের সঙ্গে প্রাণ দিতেও পারিনা। একেবারে প্রাণে মারতেও দয়া হোল। কেননা ওর চুল পেকেছে। তাই, ওকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষা দিয়ে নিয়ে এসেছি।

লক্সলি বললো—সাবাস ইহুদী, কথাটা তাহলে সত্যি।

আইজাক গুঁই গুঁই করে ভয়ে ভয়ে বলতে লাগলো—উনি যা বলেছেন তার এক বর্ণও আমি বুঝতে পারিনি।

কপম্যানহার্স্ট বললো—ওসব কথা শুনতে চাই না। এখন আমার পাওনা দাও।

আইজাক ভয়ে আরো সন্ত্রস্ত হয়ে বললো—দোহাই ; আমি বুড়ো হয়েছি। আপনারা বিবেচনা করুন। আমি এখন পথের ভিখারি। হায়, হায়, আমার মেয়ের কি হোল!—বলতে বলতে আইজাক মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো!

কপম্যানহার্স্ট 'বিশ্বাসঘাতক' বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। সে

আইজাককে মেরে ফেলে আর কি? যাহোক, ব্ল্যাক নাইট সেই আঘাত প্রতিরোধ করে আইজাককে বাঁচালেন।

কপম্যাহাস্টের্র রাগ পড়লো গিয়ে নাইটের উপর। ছুজনের বাদানুবাদের পর কপম্যানহার্স্ট এক ঘুষি মারলেন ব্ল্যাক নাইটকে। অন্য কেউ হোলে মাথা ঘুরে মারা পড়তেন। ব্ল্যাক্ নাইটের যখন ঘুসি মারার পালা সুরু হোল, তিনি তাঁর ভীষণতম ঘুসির বদলে কপম্যানহার্স্টকে আইজাকের কাছ থেকে কিছু নিয়ে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন। শেষে বললেন—ইহুদী ইহুদীই, তাকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেই বা কি হবে।

কিন্তু কি পরিমাণ অর্থ পেলে আইজাককে মুক্তি দেওয়া হবে সে-প্রশ্ন রয়েই গেল।

দস্যুদলের মেজ সর্দ্দার বললো—বেশ ত, একে কত অর্থের বদলে ছাড়া যেতে পারে, সে অঙ্ক আয়মার ঠিক করে দেবেন। আর আয়মারের কাছে কত অর্থ নিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে সে-অঙ্ক আইজাক ঠিক করে দেবে।

এ যেন কাকের মাংস কাককে দিয়ে বিলি করানো।

লক্সলি বললো—অত কথায় কাজ নেই। এখন বন্দী শ্রীমান প্রায়র আয়মারকে কত অর্থের বদলে ছাড়তে পারি? আহা লোকটি বড়ই ধার্মিক।

একজন সাকরেদ আড়াল থেকে টিপ্পনি কাটলো—অপিচ বকধার্মিকঃ।

আইজাক বললো—ছয়শত স্বর্ণ মুদ্রা।

লক্সলি বললো—ঠিক বলেছ। আমি ওতেই সন্তুষ্ট।

আয়মার জানালো সে অত অর্থ কোথায় পাবে? সে ত অর্থ আনতে বিওয়ফের কাছে লোক পাঠিয়েছিল। কিন্তু বিওয়ফ পত্রপাঠ বিদায় দিয়েছে। দুর্গও ধ্বংস হয়েছে। তার অবস্থা যাতে একটু বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয় সেজন্য আয়মার লক্সলিকে কাতর অনুরোধ জানালো।

শেষে ঠিক হোল আইজাক আয়মারের অর্থের ব্যবস্থা করবে। আইজাক জানালো আয়মার যদি খত্ লিখে দেন, তাহলে এখুনি সে ইয়র্ক থেকে অর্থ আনিয়ে দেবে।

লক্সলি আইজাককে বললো,—তোমাকে ছাড়া হচ্ছে না। অর্থ দিলে তুমি মুক্তি পাবে।

আইজাক 'হায়' 'হায়' করে উঠলো। সে বললো—গরীবকে এমন করে পেষণ করবেন না।

এক মুহূর্তের মধ্যে নিজের মেয়ের শোকে তার কাঁদো-কাঁদো অবস্থা হোল।

লক্সলি বললো—আয়মার যে পরিমাণ অর্থ দেবে, তোমাকেও সেই পরিমাণ দিতে হবে। বড় জোর শ'খানেক কমাতে পারি। তবে শোনো ইহুদী, তোমার মেয়েকে উদ্ধার করতে পারলে তখন ঐ অর্থ দিয়ো।

লক্সলির পায়ে হেঁট মুণ্ড হয়ে আইজাক এক গাল দাড়ি ঘষতে লাগলো। আহা, লক্সলি মহানুভব ব্যক্তি।

লক্সলি আইজাকের বিনয়ের বাড়াবাড়ি দেখে বিরক্ত হোল।

আবার জিগ্যেসও করলো—ইহুদীর মেয়ের খবর তোমরা কেউ জানো ?

লক্সলির দলের একজন আইজাকের কাছে চেহারার বিবরণ শুনে জানালো, তাহলে ব্রায়ানই ঐ মেয়েকে কাল সন্ধ্যায় জোর করে দুর্গ থেকে নিয়ে পালিয়েছে।

লক্সলি বললো—ব্রায়ান নগদ কিছু অর্থ পেলে হয়তো তাকে ছেড়ে দিতে পারে। তুমি সেই ব্যবস্থা করো।

আয়মার বললো—এর চেয়ে সৎ উপদেশ আর কিছু হয় বলে আমি মনে করিনা।

আইজাক বললো—সব দিক দিয়ে কি আমাকে ফতুর করা হবে!

লক্সলি আইজাককে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললো,—'গরীব' 'গরীব' বলে নিজেকে ত খুব জাহির করছো।

লক্সলি তার মুখ আইজাকেব কানের কাছে নিয়ে গিয়ে বললো—সেখানেই তোমার ধন-সম্পদ লুকানো আছে, বুঝলে ইহুদী।

লক্সলির কথা শুনে আইজাকের মুখ পাংশু-বর্ণ ধারণ করলো।

লক্সলি বললো—ভয়ের কিছুই নেই। আমি তোমার কানা-কড়িতেও হাত দেব না। তোমার মেয়ের জন্য আমি উদ্বিগ্ন। কেননা তোমার মেয়েই—ইয়র্কের কারাগার থেকে আমার উদ্ধারের পর আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছিল।

আইজাক বললো—তাহলে তুমি সেই ডিক্কন-বেণ্ড-দি-বো? কিন্তু সেখানে যা আছে বলছো তা নেই। অন্য যা আছে তা দিয়ে তোমার দল ভারি করে দেব।

লক্সলি বললো—আমিই বেণ্ড-দি-বো।

আইজাক বললো—শুনছি, তোমার নাম লক্সলি!

লক্সলি—লক্সলি ছাড়া আরো নাম আছে,—পরে তা প্রকাশিত হবে। আপাতত তোমার কাছে আমার কোনো দাবী নেই। কিন্তু এক শ' রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে তোমার মেয়েকে উদ্ধার কর।

লক্সলি আয়মারকে গিয়ে সেকথা বলতেই তিনি রাজী হলেন।

ব্রায়ানকে চিঠি লেখার জন্য কলম চাইলে আইজাক কলম বাড়িয়ে দিলে আয়মার 'থু' 'থু' শব্দ করে তা স্পর্শ করতে ঘৃণা বোধ করলেন।

লক্সলি একটি উড়ন্ত হাঁসকে শরের দ্বারা বিদ্ধ করে তাকে মাটিতে ফেললেন। সেই হাঁসের তাজা কলমে আয়মার চিঠি লিখলেন ব্রায়ানকে। আইজাক চিঠি নিয়ে পাশের গ্রামের টেম্পালস্টোর মঠের দিকে খচ্চরের পিঠে চড়ে রওনা হলো।

আইজাক মঠের বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলো। বিনা অনুমতিতে ঢোকাও যায় না। যাহোক, মঠের একজন অনুচরকে দেখে, আইজাক তার অভিপ্রায় জানালো।

মঠের বিচারক গ্র্যাণ্ড্ মাস্টার তখন হাওয়া খাচ্ছিলেন। অনুচরটি গিয়ে আইজাকের আবেদন জানালে—তাকে গ্র্যাণ্ড্ মাস্টারের কাছে নিয়ে আসা হোল।

আইজাক মাথা নত করে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে গ্র্যাণ্ড্ মাস্টার একজন ইহুদীকে দেখে রেগে খাপ্পা। তাকে দেখে সেদিনের যাত্রাটাই যেন তাঁর অশুভ হয়ে গেল।

আইজাক ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে জানালো যে, সে আয়মারের কাছ থেকে একটি চিঠি নিয়ে এসেছে। সেই চিঠিটি ব্রায়ানকে দেবার জন্য তাকে হুকুম করা হয়েছে।

গ্র্যাণ্ড্ মাস্টারকে তার অন্য একজন সহচর চিঠিটি পড়ে শোনালে। চিঠি শুনেই গ্র্যাণ্ড্ মাস্টার বললেন, আয়মারকে দস্যুরা আটক করে রেখেছে। আমার মতে, উত্তম ব্যবস্থা হয়েছে।

আবার ব্যঙ্গের ছলে তিনি বললেন—অহো উনি আবার ব্রায়ানকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন—নীলনয়নাকে ছেড়ে না দিলে রিচার্ড এসে ব্রায়ানকে উচিত শাস্তি দেবেন। আহাম্মক আয়মার ঠাট্টা করার জায়গা পেলোনা! আইজাকের প্রতি কড়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন—তোমার মেয়ে রেবেকাই এখন ব্রায়ানের হাতের মুঠোয়। ঐ মেয়ে ত ডাইনি মরিয়মের কাছে ঝাঁড়-ফুক শিক্ষা করেছে। ওকে ছাড়া হবে না। ডাইনিকে যেমন পুড়িয়ে মারা হয়েছে, ডাইনির ছাত্রীকেও তেমনিভাবে পোড়ানো হবে।

আইজাক 'না' 'না' বলে গ্র্যাণ্ড্ মাস্টারের কথা অস্বীকার করলে তাকে মঠ থেকে কুকুরের মতো দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হোল।

গ্র্যাণ্ড্ মাস্টারের হুকুমে তৎক্ষণাৎ মঠের অধ্যক্ষ ম্যালভইসিন তাঁর সামনে হাজির হলেন।

গ্র্যাণ্ডমাস্টার—ব্রায়ান ও রেবেকাকে মঠের মধ্যে আশ্রয় দিয়ে মঠকে কলুষিত করার জন্য তাকে দায়ী করলেন। বিশেষতঃ ডাইনির ছাত্রী রেবেকাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য রাগে ফুলতে লাগলেন।

ম্যালভইসিন শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলো যে ডাইনি রেবেকার

মায়ায় তার বুদ্ধিনাশ ঘটেছে। এমনকি ঐ শক্তিতে সে ব্রায়ানকেও বশীভূত করেছে।

গ্র্যাণ্ড্ মাস্টার জানালেন যে, ডাইনি রেবেকাকে পুড়িয়ে মারা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। সুতবাং অবিলম্বে বিচাব সভা বসিয়ে ডাইনিব বিচাব শেষ করা দরকাব। তিনি ম্যালভাইসিনকে বিচার অনুষ্ঠানেব যাবতীয় ব্যবস্থা কবার জন্য আদেশ দান করলেন।

ভয়ে ম্যালভইসিনের মুখ কালিবর্ণ হয়ে গেছে। তিনি সোজা ব্রায়ানেব কাছে গিয়ে বললেন—আপনি দেখছি আমাকেও ডুবাবেন। এখন আমার প্রাণ বাঁচলে বাপের নাম রক্ষা পাবে। আপনি রেবেকার নাম উচ্চারণ পর্যন্ত করবেন না।

ব্রায়ান তখন ক্ষোভে মাথা খুঁড়ছিলেন। তিনি ম্যালভাইসিনকে বললেন—যার জন্যে করি চুরি, সে-ই বলে চোব। যে রেবেকাকে রক্ষা করেছি, সে-ই বলে আমাকে কেন আগুনে ঝাঁপিয়ে মবতে দিলেন না। তাকে আমি লুকিয়ে রাখতে চেয়েছি, নিজের মান-সম্মান হাবিয়েছি, তবু সে আমাকে ঘৃণা করে। আমাব চেষ্টাই বৃথা। ও কি ডাইনি? না, না, তা নয়। তবু ঐ রেবেকাই আমাকে ধ্বংস করবে। আমি ওকে চাইনে।

ব্রায়ান যেন উন্মত্ত প্রায়। তাঁর সামনে থেকে কখন ম্যালভইসিন চলে গেছেন তাও তিনি লক্ষ্য করেন নি মুখ তুলে! এখন তিনি দেখলেন, রেবেকাকে বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিচারের নামে রেবেকার মুখে কোনো ভয়ের চিহ্ন নেই, যেন এ ব্যাপারে তার আনন্দই অধিক!

মস্ত বড় 'হল' ঘর। সেখানে বিচার অনুষ্ঠান হবে। বিচারাসনে গ্রাণ্ড্ মাস্টার বসে রয়েছেন। বিচারালয়ে প্রচুর লোকজন এসে জড়ো হয়েছে। রেবেকা বিচারালয়কে যথোচিত সম্মান জানিয়ে নত মস্তকে ভিড়ের মাঝখান দিয়ে প্রবেশ করলো। আসার সময় তার উপর এক খণ্ড কাগজ এসে পড়লো। রেবেকা সেই কাগজের টুকরোটিকে হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে নির্দিষ্ট স্থানে এসে দাঁড়িয়ে থাকলো।

সভার কাজ সুরু হোল। চারিদিকে নিস্তব্ধ। গ্র্যাণ্ড্ মাস্টার ব্রায়ানকে দোষ থেকে রেহাই দিয়ে রেবেকাকে মায়াবিনী ও কুহকিনী বলে ঘোষণা করলেন। যুক্তিহীন বিশ্বাসের শাসন প্রবল। রেবেকা মায়াবিনী না হলে ব্রায়ানের মতো একজন নাইটের এমন দশা কখনোই হতে পারে না। ম্যালভইসিন গ্র্যাণ্ড মাস্টারের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গ্র্যাণ্ড মাস্টারের বিশ্বাসকে আরো জোরদার করলেন। ম্যালভইসিন বললেন যে, তিনি নিজে যদি মায়াবিনীর কুহকে না ভুলতেন, তা হলে মঠের মধ্যে তাদের কখনোই আশ্রয় দিতেন না।

গ্র্যাণ্ড মাস্টার ব্রায়ানের মতামত জানার জন্যে তাঁকে আহ্বান করলেন। কিন্তু গ্র্যাণ্ড মাস্টারের কথার উত্তর তিনি যে ভাবে দিলেন তার উত্তরে গ্র্যাণ্ড মাস্টার বললেন—একমাত্র কুহকিনীর মায়ায় একজন নাইটের পক্ষে এরকম আত্মপ্রশংসাসূচক উত্তর দান করা সম্ভব।

আর কেউ সাক্ষ্য দান করতে চায় কিনা, গ্র্যাণ্ড মাস্টার তা ঘোষণা করলেন।

হিগ নামে একজন খোঁড়া লোক সাক্ষী দিতে চায় শুনে গ্র্যাণ্ড-মাস্টারের আদেশে তাকে সাক্ষ্য দেবার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে আসল হোল।

খোঁড়া লোকটিকে রেবেকা মৃত্যুর পথ থেকে একদা বাঁচিয়ে তুলেছিল। সে সবিস্তারে সেই ঘটনার বর্ণনা দান করলো।

গ্র্যাণ্ড মাস্টার তাকে প্রেত-ভূতে বিশ্বাসী কৃষক বলে অভিহিত করে তাব কথার কোন আমলই দিলেন না। হিক রেবেকাব ভবিষ্যৎ ভেবে হাঁউ মাঁউ চীৎকার করে উঠলো। কেননা, কৃষকের কথায় যুক্তি প্রবল ভেবে গ্র্যাণ্ড মাস্টার রেবেকাকে নির্ঘাৎ ডাইনি বলে রায় দিলেন।

রেবেকার অনুরোধে হিগ চুপ করলেও সভাব লোকজন রেবেকার সুন্দর আচরণ দেখে অবাক হয়ে গেল।

গ্র্যাণ্ড মাস্টার রেবেকার কাছে জানতে চাইলেন, প্রাণদণ্ডব বরুদ্ধে তার নিজের কিছু বলার আছে কি?

রেবেকা যখন দেখলো মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বিচারক তার প্রাণ ণ্ডের জন্য প্রস্তুত, তখন সত্য কথা বললেও বাঁচবার কোনো আশা নই। সে কেবল সত্য নিরূপণের জন্যে ব্রায়ানকেই সাক্ষী হিসাবে াহ্ববান করলো।

এই অবস্থায় ব্রায়ান যে কী করবে কিছুই ঠিক করতে পারলেন া। গ্র্যাণ্ড মাস্টারও তাকে চুপচাপ দেখে খোঁচা দিতে লাগল। খন ব্রায়ান চাপাকণ্ঠে বললেন—'সেই লেখা কাগজের টুকরোটি! াই লেখা কাগজের টুকরোটি!'

গ্র্যাণ্ড্মাস্টার ভাবলেন, নিশ্চয়ই 'সেই কাগজ দেখালেই রেবেকার ডাইনি বিদ্যা প্রকাশ হয়ে পড়বে।

রেবেকা কাগজখানি পড়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন

গ্র্যাণ্ড্ মাস্টার বললেন—প্রমাণপত্র ছিঁড়ে ফেললেও তোমার রেহাই নেই। এখন বলো, তোমার কিভাবে মুক্তি হতে পারে?

রেবেকা সংযতভাবে নিজেকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করে আইনতঃ দ্বন্দ্ব যুদ্ধের দ্বারা বিচারের মীমাংসা প্রার্থনা করলো।

গ্র্যাণ্ড্ মাস্টার গম্ভীরভাবে বললেন—তা কি সম্ভব? এমন কোন্ বীর পুরুষ আছেন, যিনি তোমার হয়ে বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। বিশেষতঃ মনে রাখবে, তুমি একজন ইহুদী-কন্যা। ইহুদীর জন্য অস্ত্র ধারণ করতে কেউ বসে নেই।

রেবেকা বললো—ইশ্বরই আমার একমাত্র সহায়। ইংলণ্ডের মাটিতে ন্যায় ও সত্যকে তিনিই রক্ষা করবেন। —এই কথা বলে রেবেকা দ্বন্দ্ব যুদ্ধের নিদর্শন নামিয়ে রাখলেন

গ্র্যাণ্ড্ মাস্টার গোঁড়া বিচারক হলেও মায়ামমতা হীন ন'ন। তিনি রেবেকার সাহস দেখে অভিভূত হলেন। নিজের এই অভিভূত ভাবের জন্য রেবেকার মায়াবিদ্যা. না কোমল সৌন্দর্যই দায়ী তা মনে মনে ভাবতে লাগলেন। তিনি রেবেকাকে জানালেন যে সে যদি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে তাহলে বিপদ থেকে রক্ষা পাবে।

রেবেকা জানালো স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়। যদি কোনো বীর তাকে রক্ষা করার জন্য দ্বন্দ্ব যুদ্ধে এগিয়ে না আসেন তাহলে প্রাণ দিতে তার কোনো আপত্তি নেই। তবে, সে বন্দী। নিজের

লোকজনের সঙ্গে তার যোগাযোগ বন্ধ করা হয়েছে। তাকে যোগাযোগের সুযোগ দিতে হবে এবং তার পক্ষে যুদ্ধ ও নাইট সংগ্রহ করার জন্য সময়ের প্রয়োজন।

গ্র্যাণ্ড্ মাস্টার অসহায় রেবেকাকে মাত্র তিন দিনের সময় দিলেন। তিনি আরো জানালেন, বিচারালয়ের পক্ষ থেকে ব্রায়ান দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন।

ব্রায়ানের নাম শুনে রেবেকার যেমন ভয় হোল, তেমনি ঘৃণায় সারা মন ভরে উঠলো। কিন্তু ভয় বা ঘৃণা বৃথাই, যা হবার তা তৃতীয় দিনে হবে।

গ্র্যাণ্ড্ মাস্টারের আদেশে ঘোষিত হোল যে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ আজ থেকে তৃতীয় দিবসে এই মঠের কাছাকাছি সেণ্ট জর্জ প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হবে।

গ্র্যাণ্ড্ মাস্টারের আদেশে রেবেকা বাইরে যোগাযোগের জন্য সুবিধা লাভ করেছে ঠিকই, কিন্তু তাকে সাহায্যের জন্য কে এগিয়ে আসবে? রেবেকা এই যোগাযোগের ভার নেবার জন্য যেন বৃথাই লোক আহ্বান করছে।

অবশেষে একজন সাড়া দিল। লোকটি আর অন্য কেউ নয়। সেই খোঁড়া লোকটি—যার নাম হিগ। রেবেকার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে এসে হিতে বিপরীত হয়েছিল। সে জানালো, পঙ্গু হলে কি হয়, সে গিরি লঙ্ঘন করতে পারে। রেবেকার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে হিগ আইজাকের কাছে ছুটলো।

গ্র্যাণ্ড মাস্টার এতোক্ষণে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

সেদিনের মতো তিনি বিচারালয় বন্ধ করতে আদেশ দিলেন। তৃতীয় দিবসে আবার বিচার হবে সেকথা একজন যাজকের দ্বারা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

হিগ খোঁড়া হলেও ঘোড়ায় চড়ে আইজাককে খুঁজে বের করলে। হিগের কাছ থেকে রেবেকার চিঠি পেয়ে আইজাক খবরাখবর শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। রেবেকা চিঠির শেষ কয়েক ছত্রে লিখেছে,—আইভ্যান্‌হোকে সংবাদ দিলে তিনি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারেন। কিন্তু তিনি ত এখনো দুর্বল। তাই নিজে অবতীর্ণ না হলেও তিনি তাঁর পরিচিত কোনো নাইটকে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেন।

চিঠি পড়েও আইজাক কূল-কিনারা খুঁজে পায় না। মাথায় হাত দিয়ে সে 'হায়' 'হায়' করতে থাকে। আইজাকের পাশে বসা অ্যাব্বাই বললো—চিঠিতে রেবেকা যা বলেছে সেই ভাবে কাজ করুন। আর শুনেছেন চারিদিকে জোর গুজব—রিচার্ড ইংলণ্ডে হাজির হয়েছেন। আইভ্যান্‌হো নিজে দুর্ব্বল হলে কি হয়, তিনি রিচার্ডের বশম্বদ প্রিয়পাত্র। আইভ্যান্‌হো তাঁকে এ সংবাদ জানালে নিশ্চয়ই তিনি দুষ্টের দমন করবেন।

আইজাক হা হুতাশ করতে করতে আইভ্যান্‌হোর সন্ধানে বের হয়ে পড়লো।

টরকুইলোস্টোন দুর্গ থেকে উদ্ধার করে গার্থ ও ওয়াম্বা শয্যা-শায়ী আইভ্যান্‌হোকে এক ধর্মশালায় নিয়ে গেছিল। ধর্মশালাই

তখন তাঁর পক্ষে একমাত্র নিরাপদ জায়গা। ব্ল্যাক্ নাইট লক্সলির কাছে থেকে বিদায় নিয়ে সেই ধর্মশালাতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই ধর্মশালায় রাত কাটিয়ে ব্ল্যাক্ নাইট সকালে মৃত এথেলস্টেনের কনিগস্‌বর্গ দুর্গে রওনা হবার জন্য তৈরী হলেন। পথ দেখিয়ে সঙ্গে কে যাবে? ঠিক হোল ওয়াম্বাই হবে তাঁর পথপ্রদর্শক। আইভ্যান্‌হো বললেন—ওয়াম্বার মতো ভালো পথ প্রদর্শক পাওয়া যাবেনা ঠিকই, কিন্তু ও যে বড বক বক্ করে। ওর ভড়ং দেখলে ভ্যাবাচ্যাকা খেতে হয়।

ব্ল্যাক্ নাইট বললেন—তাতে ক্ষতি নেই, তবে পথ ঠিকভাবে চিনিয়ে নিযে যেতে পারলেই ওর সব রকম বেয়াদপি সহ্য করতে রাজি আছি।

রওনা হবার আগে ব্ল্যাক্ নাইট আইভ্যান্‌হোকে বললেন—আবার কনিগ্‌সবর্গ দুর্গে আমাদের দেখা হবে। এথেলস্টেনের শবদেহ সৎকারের জন্য সিড্রিক সেখানে থাকবেন। তাঁর সঙ্গে যাতে মিলন হয়, সে ব্যবস্থা আমি করবো। আইভ্যান্‌হোর শরীরের দিকে তাকিয়ে বললেন—এখনো দুর্বল, তাই কাল একটু বেলা হলে, রওনা হওয়া উচিত।

আইভ্যান্‌হো মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে ব্ল্যাক্ নাইট ঘোড়ার পিঠে চড়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। ওয়াম্বা ঠিক ভাঁড়ের মতোই পেছনে পেছনে যেতে লাগলো। যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্ল্যাক্ নাইট বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন ততক্ষণ আইভ্যান্‌হো সেই পথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকলেন। ব্ল্যাক্ নাইট ও ওয়াম্বা চোখের

বাইরে চলে গেলে আইভ্যান্‌হো আয়মারকে ডেকে বললেন—আমার শরীরে আর কোনো জ্বালা-যন্ত্রণা নেই ; তবু একটা বিপদ এগিয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে। যাহোক আপনি আমার জন্যে একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করুন।

আয়মার আইভ্যান্‌হোর দুর্বল শরীরের কথা তুলে নিষেধ করলেন। তিনি সে কথায় কান না দিয়ে গার্থকে সঙ্গে নিয়ে কনিগস্‌বর্গ দুর্গের দিকে ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলেন।

এদিকে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও যেমন ধান ভাঙে, তেমনি বনের মধ্যে নাইটের সঙ্গে যেতে যেতে ওয়াম্বা ভাঁড়ামি সুরু করে দিল।

ওয়াম্বা ব্ল্যাক্‌ নাইটকে জিগ্যেস করে—আপনার কাছে টাকা-কড়ি আছে নাকি?

নাইট তার উত্তরে বললেন—হ্যাঁ।

ওয়াম্বা বললো—স্যাক্সনদের কাছে যাবার আগে ওগুলি রেখে এলেই ভালো হোত।

নাইট বললেন—তোমার মতামতে স্যাক্সনরা দস্যু নাকি?

ওয়াম্বা বললে—তা ঠিক নয়, তবে কি জানেন চোর ছ্যাঁচড়াবা ত পথ ভোলে না।

নাইট বললেন—তারা দু'চার জন নয়, কুড়িজন একজন একসঙ্গে এলেও আমার কাছে পাত্তা পাবে না।

ওয়াম্বা বললো—লক্সলি যে শৃঙ্গটি দিয়েছিল,যার ডাক শুনলে সে তার দলবল সাহায্য নিয়ে ছুটে আসবে—সেটি একবার আমাকে দিন।

নাইট শৃঙ্গটি তাকে দিলে সে একবার বাজিয়ে নিজের কাছেই

মজুত রাখলো। নাইট সেটি ফেরৎ চাইলেন—ওয়াম্বা ফিক্ ফিক্ করে হেসে বললো—আমি বোকা, সেই কারণে ভীরু। আমিই শিঙা ফুঁকতে ওস্তাদ। এই শিঙায় আপনার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি ত নিজেই স্বীকার করেছেন, আপনি একজন মস্ত বীর। ব্ল্যাক্ নাইট এবার সত্যি সত্যি ওয়াম্বার মাত্রাহীন ভাঁড়ামিতে ক্রুদ্ধ হয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন।

ওয়াম্বা বললো—আমার মতো বুদ্ধু এখন চম্পট দিলে আপনার মতো বীর বনের মধ্যে বৃথাই পথ হাতড়াবে, দয়া করে এই কথাটুকু মনে রাখবেন।

নাইট তার কথা শুনে ক্ষান্ত হলেন। তিনি বললেন—আচ্ছা, তুমি শিঙাই ফুঁকো।

ওয়াম্বা হঠাৎ বলে উঠলো—আমি শিঙা ফুঁকলেও, আপনি সাবধান হন! ঐ দেখুন পাতার আড়ালে—!

তিনটি তীর একসঙ্গে এসে নাইটকে বিদ্ধ করে আর কী। ঝোপের দিকে একটু এগিয়ে যেতে শত্রুরা ঝাঁপিয়ে পড়লো। কে যায়, কে থাকে এমন অবস্থা। শত্রুরা অনেকেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। ব্লাক্ নাইটের ঘোড়া নীলবর্ণ বর্মপরিহিত এক নাইটের আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মাটির উপর শয্যা গ্রহণ করলো। নাইট একা কতক্ষণ আর পেরে ওঠেন? এমন সময় ওয়াম্বার হাতের শিঙা বেজে উঠলো। নীলবর্ণ নাইট নিজের লোকদের ধিক্কার দিতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন—এক ভাঁড়ের শিঙার আওয়াজে তোমরা ভয় পাচ্ছ!

সুতরাং ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলতে লাগলো। ব্ল্যাক্ নাইট এক গাছের আড়ালে কোনমতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। শিঙার শব্দ শুনে এইবার হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে লক্সলি ও কপম্যানহাস্ট´ তাদের দলবল নিয়ে ব্ল্যাক্ নাইটের সঙ্গে যোগ দিয়ে শত্রুদের পরাজিত করলো।

ব্ল্যাক্ নাইটের আদেশে নীলবর্ণ নাইটের ছদ্ম আবরণ খুলে ফেলা হোলে দেখা গেল, তিনি আর অন্য কেউ ন'ন, রাজকুমার জনের সহায়ক ওয়াল্ডেমার।

ব্ল্যাক্ নাইট তাকে দেশ ত্যাগের আদেশ দিয়ে বিদায় করলেন। শত্রুদের উপর তিনি তার বেশি অত্যাচার করতে ইচ্ছুক ন'ন। তারপর ব্ল্যাক্ নাইট লক্সলিকে প্রচুর ধন্যবাদ দিলেন।

লক্সলি জানালো যে, সে ব্ল্যাক্ নাইটের যে কোন আদেশের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকবে।

ব্ল্যাক্ নাইট গভীর আনন্দে বললেন—তোমার যথার্থই স্যাক্সন-হৃদয়। তুমি আমার আদেশ পালনে অধিক বাধ্য—আমিই ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড।

ব্ল্যাক্ নাইটের আসল পরিচয় পেয়ে দস্যুদল থ! তারা নিজেদের অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে রিচার্ডের বশ্যতা স্বীকার করলো।

ব্ল্যাক্ নাইট টরকুইলস্টোন দুর্গ আক্রমণের সময় তাদের যে সাহায্য পেয়েছিলেন, সেকথা আনন্দের সঙ্গে উচ্চারণের দ্বারা লক্সলির প্রশংসা করলে লক্সলি বললো—প্রভু, লক্সলি নামে

পরিচিত হলেও আমি হয়তো মহারাজার নিন্দার যোগ্য। আমি সেরউড জঙ্গলের বহুপরিচিত রবিনহুড।

এমন সময় গার্থকে নিয়ে আইভ্যান্‌হো সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। এসে দেখলেন মাটির উপর রক্তের বন্যা। কেউ নিহত কেউ আহত। আইভ্যান্‌হোকে দেখে ব্ল্যাক্ নাইট বেশ অসন্তুষ্ট হোলেন। কেননা অসুস্থ আইভ্যান্‌হোর আজকে আসা ঠিক হয়নি। আইভ্যান্‌হো নিজেও এখন বুঝতে পেরেছেন যে, তিনি কার কথা অমান্য করে এসেছেন। সামনে যিনি উপস্থিত তিনি স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর রিচার্ড! ব্ল্যাক্ নাইট তাঁর আসল পরিচয় বাইরে প্রকাশ না করার জন্য আইভ্যান্‌হোকে পরামর্শ দিলেন।

রবিনহুড রিচার্ডের কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করে তার দলবল নিয়ে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলো। এদিকে রিচার্ড—আইভ্যান্‌হো, ওয়াম্বা ও গার্থকে সঙ্গে নিয়ে কনিগ্‌সবর্গ দুর্গের দিকে দ্রুত গতিতে যাত্রা করলেন।

কনিগস্‌বর্গ দুর্গ। দুর্গের উপরে কালো রঙের পতাকা উড়ছে। চারিদিকে লোকজনের ভিড় থাকলেও সকলেরই চোখ-মুখ বিষাদের ছায়ায় মলিন। এথেলস্টেনের পারলৌকিক কাজকর্ম দেখার জন্য লোকজনের আসা যাওয়ার বিরাম নেই। দুর্গের ফটকের নিকট রিচার্ড, আইভ্যান্‌হো, ওয়াম্বা ও গার্থ গিয়ে পৌঁছিলে রিচার্ড ও আইভ্যান্‌হোকে দুর্গের ভিতরে সিড্রিকের কাছে নিয়ে যাওয়া হোল। ওয়াম্বা ও গার্থ বন্ধুদের দেখা পেয়ে তাদের দলে ভিড়ে গেল।

সিড্রিক—রিচার্ড ও আইভ্যান্হোকে এক একটি 'হলে' ব্যবস্থাদি দেখিয়ে অন্য 'হলে' নিয়ে গেলেন। একটি 'হলে' এথেলস্টেনের জননী পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতরা। তবু তিনি নাইট দু'জনের সম্মানীয় আতিথ্যের জন্য সিড্রিককে অনুরোধ জানালেন। সেই 'হল' থেকে অন্য 'হলে' এসে তাঁরা দেখলেন, লেডী রোয়েনা অন্যান্য রমনীদের সঙ্গে এথেলস্টেনের শবাধার সজ্জার জন্য নিযুক্ত রয়েছেন।

সিড্রিক রোয়েনার মলিন মুখ দেখে জানালেন, রোয়েনা মৃত এথেলস্টেনের বাগদত্তা পত্নী।

সেই 'হল' থেকে অন্য একটি ছোট 'হলে' সিড্রিক তাঁদের নিয়ে গেলে রিচার্ড বললেন—আশা করি এইবার আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি মতো আমার প্রার্থনা পূর্ণ করবেন।

এখন শোকের সময়, এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সিড্রিক বললেন—আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করতে আমি অঙ্গীকার করেছি, সে কথা আমার অবশ্যই মনে আছে।

রিচার্ড বললেন—এখন শোকের সময় এ কথা ঠিক; কিন্তু আপনি মহান এথেলস্টেনকে কবর দানের সময় কুসংস্কারগুলিকেও কবর দিলে আপনার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কাজ হবে।

সিড্রিক কী যেন আঁচ করতে পেরে বললেন—আপনি নিজে যা চাইবেন তাই পাবেন, অন্য কারো জন্যে নয়।

রিচার্ড বললেন—আমি আপনার অনুমতি ছাড়া তা নিতেও রাজি নই।

সিড্রিককে বিস্মিত করে রিচার্ড তৎক্ষণাৎ তাঁর আসল পরিচয়

দিয়ে আইভ্যান্‌হোকে টেনে নিয়ে বললেন—আপনার পুত্র ও আমার বন্ধুকে আপনি ক্ষমা ও গ্রহণ করুন, আমার এই প্রার্থনা।

সামনেই ছদ্মবেশে পুত্র রয়েছে তা সিড্রিক ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেন নি। এখন আর বিস্ময় নয়, তিনি রীতি-মতো হতভম্বো হয়ে পড়েছেন!

আইভ্যান্‌হো সিড্রিকের পায়ের কাছে আবেগের সঙ্গে লুটিয়ে পড়ে এমনভাবে ক্ষমা চাইলেন যে তখন সিড্রিকের আর না বলার শক্তি থাকলো না। বরং তিনি বললেন—লেডী রোয়েনা আপাতত দুই বৎসর শোকচিহ্ন ধারণ করবে। তার আগে রোয়েনার বিয়ের কথা তুললে স্যাক্সনরা অসন্তুষ্ট হবে। মৃত এথেলস্টেনের সম্মানের জন্য অন্তত দুই বৎসর অপেক্ষা করা প্রয়োজন।

ঠিক এই মুহূর্তে ঘরের ভেতর যেন ভূত ঢুকলো। সামনে প্রেতাত্মা না মানবশরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে স্বয়ং এথেলস্টেন!

সিড্রিকের কথায় প্রেতাত্মা যেন কথা বললো। এথেলস্টেন তাঁর মৃত্যুর ঘটনাকে মিথ্যা প্রমানিত করে কিভাবে শবাধারের ভিতর প্রায় মৃত অবস্থা থেকে রক্ষা পেলেন তা আগাগোড়া বর্ণনা করলেন। এই কদিন তিনি শুধু জল রুটি খেয়ে কাটিয়েছেন। শবাধার থেকে কি ভাবে পালিয়ে এসেছেন সে বর্ণনাও বাদ গেল না। এখনো পর্যন্ত গলা তাঁর কাঠ হয়ে আছে। তিনি জানালেন,—তার আর কোনো সাধ আহ্লাদ নেই। শুধু প্রাণে বেঁচে থাকলেই তিনি কৃতার্থ বোধ করবেন। মায়ের ছেলে মায়ের কাছে ফিরে এসে সিডিকের সঙ্গে দেখা করতে পেরেছেন, এই তার ভাগ্যে

যথেষ্ট। স্যাক্সনদের যদি উদ্ধার করতে হয়, এবার সিডিক করবেন। তিনি নিজে যে উদ্ধার পেয়েছেন—এর জন্যে ভগবানের কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

সিডিক মনে মনে এথেলস্টেনকে কাপুরুষ ভেবে ইংলণ্ডেশ্বর রিচার্ডের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। এথেলস্টেন এক কথায় রিচার্ডের অধীনতা স্বীকার করে নিলেন। সিড্রিক লেডী রোয়েনার কথা এথেলস্টনকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। এথেলস্টেন যেন এখন দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছেন। তিনি অম্লানবদনে আইভ্যান্‌হোর প্রতি রোয়েনার অনুরাগ ও তার প্রতি তাচ্ছিল্যের কথা জানালেন। রোয়েনার পাশে আইভ্যান্‌হোকে দাঁড় কবিয়ে দেবার জন্য তিনি 'ভাই' সম্বোধন কবে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু কই, কোথায় গেল আইভ্যান্‌হো! সারা ঘরে 'ভাই' শব্দটি কম্পিত হতে লাগলো। রিচার্ডের খোঁজ নিতে গিয়ে তাঁকেও কোথাও পাওয়া গেল না।

দুর্গের বাইরে লোকজনের কাছে আইভ্যান্‌হোর এলোমেলো খবর পাওয়া গেল। তাঁকে নাকি একজন ইহুদী খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তারপর বর্ম পরে আইভ্যান্‌হো গার্থের সঙ্গে কোথায় যে গেলেন —তার বেশি কিছুই কেউ জানে না।

রিচার্ডের অবস্থা তথৈবচ। তিনি একলা সেই ইহুদীকে নিয়ে কোথায় কেন যে উধাও হয়েছেন, তার কেউ কোনো সঙ্গত কারণ খুঁজে পেলনা।

টেমপ্লেষ্টো দুর্গের বাইরে নামমাত্র দূরে সেণ্টজর্জ প্রান্তর।

সেখানেই দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আয়োজন চলছে। কত লোক যে জড়ো হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। রেবেকার কা দশা হয়—তা দেখার জন্য এই ভিড়—বলাই বাহুল্য। প্রান্তরের একদিকে কাঠের স্তূপ সাজানো রয়েছে। সেখানেই রেবেকাকে পুড়িয়ে মারা হবে। এই দৃশ্য দেখলে স্বভাবতই সাধারণ মানুষের পিলে চমকে যায়।

গ্র্যাণ্ড্‌মাস্টার এসে প্রবেশ করলেন। ব্রায়ান এলেন তার পিছু পিছু। অন্যান্য নাইটরা ত সঙ্গে আছেনই। এদের সকলের পেছনে রেবেকাকে কারারক্ষকরা নিয়ে চলছে। রেবেকার বেশভূষা ধবধবে শাদা রঙের। এমন কাণ্ডের মধ্যেও ভয় কাকে বলে—সে যেন জানেনা। তাকে দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়। যেখানে পুড়িয়ে মারা হবে তারি পাশে কালো রঙের চেয়ারে রেবেকাকে বসানো হোল। এইবার, কাঠের স্তুপ দেখে তার যেন বেশ ভয়-ভয় ভাব হোল।

গ্র্যাণ্ড্‌ মাস্টার বিচারকের আসনে বসে রেবেকার পক্ষে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য যে বীর প্রস্তুত, 'তাকে আহ্বান করতে নির্দেশ দিলেন।

বারবার ঘোষণা করা হোল। কিন্তু রেবেকার পক্ষে কেউ মাথা তুলে দাঁড়ালো না। এদিকে ব্রায়ান বিচারালয়ের পক্ষে প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন।

গ্র্যাণ্ড্‌মাস্টারের নির্দেশে রেবেকাকে তখন নিজেকে অপরাধী স্বীকার করে নেবার কথা জানানো হোল।

রেবেকার প্রার্থানায় সূর্য ডুবে যাওয়ার সময় পর্যন্ত গ্র্যাণ্ড্ মাস্টার অপেক্ষা করতে রাজী হোলেন।

ব্রায়ান ধীরে ধীরে রেবেকার পাশে এসে আস্তে আস্তে বললেন —রেবেকা এখনো সময় আছে, তুমি আমার এই ঘোড়ায় চড়ে বসো। দু'চোখের পলক ফেলার আগে তোমাকে নিয়ে উধাও হবো। আমাদের আর কেউ নাগাল পাবে না। আমরা নোতুন জীবন সুরু করবো।

রেবেকা সসম্মানে সেখান থেকে ব্রায়ানকে বিদায় করে দিলেন।

ম্যালভইসিন ব্রায়ানকে জিগ্যেস করলেন—ইহুদী কন্যা কি বললো? দোষ স্বীকার করেছে!

ব্রায়ান বললেন—কোনমতেই দোষ স্বীকার করবে না।

ম্যালভইসিন বললেন—চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। আপনি নিজের জায়গায় গিয়ে তৈরী থাকুন।

প্রায় দু ঘণ্টা পার হয়ে গেল। সকলের ধারণা হোল, কোনো নাইট আর রেবেকাকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসবেন না। এমন সময় এক নাইট ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঝড়ের বেগে প্রান্তরে এসে রেবেকার পক্ষে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি এমন বেগে এসেছেন যে ঘোড়ার চার পা যেন টলটলায়মান। নাইটকে দেখলেও অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ক্লান্ত মনে হয়।

তাকে দেখে যদি বা কিছুটা আশার আলো দেখা গেছিল, কিন্তু নাইটকেই কে রক্ষা করে? তবু নাইটের নিজের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই দেখে সকলে অবাক হোল।

নাইটের পরিচয় জানতে গেলে তিনি জানালেন যে, ব্রায়ানের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করে রেবেকাকে নির্দোষ প্রমাণ করাই তার প্রধান কর্তব্য। নিজের পরিচয় দেওয়ার এমন কি প্রয়োজন?

ম্যালভইসিন জানালেন যে, অজ্ঞাতকূলশীল নাইটের সঙ্গে ব্রায়ানের মতো বীর যুদ্ধ করতে রাজি ন'ন।

নাইট তখন নিজের ছদ্ম আবরণ খুলে ফেলে বললেন—আমি সেই উইলফ্রেড অফ আইভ্যান্‌হো।

ব্রায়ান জানালেন—দুর্বল ও আহত নাইটের সঙ্গে তিনি কোনো মতেই যুদ্ধ করতে পারবেন না।

আইভ্যান্‌হো একে একে 'একার' ও 'এসবি' মাঠে তাঁর হাতে ব্রায়ানের পরাজয়ের কথা জানালেন। শুধু কি তাই? সিড্রিকের রদারউড ভবনে তিনি নিজে পামারের বেশে ব্রায়ানের লম্ফ ঝম্প বন্ধ করেছিলেন। সেই দিনই ব্রায়ান উইলফ্রেড-অফ আইভ্যান-হোকে যুদ্ধে পরাস্ত করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন,—সে ঘটনাটি গরম গরম কথায় আইভ্যান্‌হো ব্রায়ানকে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

জলন্ত আগুনে যেন ঘৃতাহুতি হয়েছে। ব্রায়ান ঘোড়া ছুটিয়ে পাগলের মতো আক্রমণ করতে এগিয়ে এলেন। গ্রাণ্ডমাস্টারের অনুমতি ও রেবেকার ভয়মিশ্রিত সম্মতি পেয়ে আইভ্যান্‌হো প্রচণ্ডবেগে ব্রায়ানকে আক্রমণ করলেন।

আইভ্যান্‌হোর ক্লান্ত ঘোড়া কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় মাটিতে মুখ গুঁজে পড়লো। কিন্তু আইভ্যান্‌হো এমন তাক করে ব্রায়ানের দিকে বর্শা ছুঁড়লেন যে তা ব্রায়ানের ঢালে

লাগায় তিনি ঘোড়ার পিঠে এক চক্কর খেয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন।

আইভ্যান্‌হোর পরাজয় আশঙ্কায় সকলেই ম্লান হয়ে ছিল। এখন যুদ্ধের চাকা উল্টে গিয়ে ঘুরতে সুরু করেছে! আইভ্যান্‌হো ব্রায়ানের বুকের উপর পা ও গলার উপর তরবারি রেখে তাকে বশ্যতা স্বীকার করতে বললেন।

ব্রায়ানের তবু কোনো সাড়া শব্দ নেই। গ্র্যাণ্ড্‌মাস্টার ব্রায়ানকে বধ করতে নিষেধ করে তার পরাজয় স্বীকার করে নিলেন।

গ্র্যাণ্ড্‌মাস্টার ব্রায়ানের কাছে গিয়ে দেখলেন, মারার আগে ব্রায়ান নিজেই কী এক উত্তেজনায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন।

গ্র্যাণ্ড্‌মাস্টার উর্ধ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন—"Fiat voluntas tua"। ("ইহাই ঈশ্বরের বিচার"।)

গ্র্যাণ্ড্‌মাস্টার উইলফ্রডের কথায় রেবেকাকে মুক্তির আদেশ দিতে বাধ্য হলেন! এমন সময় ব্ল্যাক্ নাইট সদলবলে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি যেন কোনো এক বিশেষ ক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়েই এসেছেন। আইভ্যান্‌হোকে দেখে তার দুর্বল শরীরে এইভাবে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তিনি তিরস্কার করলেন। তারপর ব্ল্যাক নাইটের আদেশে ম্যালভই-সিনকে বন্দী করা হোল। চারিদিকে তখন হুলুস্থূলু অবস্থা। সকলের চোখ যেন ছানা-বড়া! একি ব্যাপার! ম্যালভইসিন বন্দী হলেন!

গ্র্যাণ্ড্ মাস্টার ম্যালভইসিনকে বন্দী করতে দেখে রুখে দাঁড়ালেন। তার সামনে মঠের অধ্যক্ষকে বন্দী করা হবে, গলার উপর মাথা থাকতে এমন সাহস আছে কার?

ব্ল্যাক্ নাইট গ্র্যাণ্ডমাস্টারের সামনে নিজের ছদ্ম আবরণ খুলে ফেলে বললেন—আমি ইংলণ্ডেশ্বর রিচার্ড। আমারি আদেশে ম্যালভইসিনকে বন্দী করা হয়েছে।

গ্র্যাণ্ড্ মাস্টার বললেন—আচ্ছা এর প্রতিফল দেওয়া হবে।

রিচার্ড গ্র্যাণ্ড্ মাস্টারকে টেম্পেষ্টো মঠের পতাকাটিকে দেখতে আদেশ করলেন।

গ্র্যাণ্ড্ মাস্টার কাঁপতে কাঁপতে দেখলো, সেখানে আর মঠ-ভেক-ধারীদের পতাকা নয়, ইংলণ্ডেশ্বরর জয়-পতাকা পত পত করছে। কাজে কাজেই তিনি দুর্গ ছেড়ে প্রাণরক্ষা করাই উত্তম কাজ বলে বিবেচনা করলেন।

রেবেকা ও আইজাক যুদ্ধ-প্রান্তর পরিত্যাগ করলো। আইভ্যান্-হোর তখন কোনো দিকে ফিরে তাকাবার সময় হয়তো নেই।

কথায় বলে, ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে। ইংলণ্ডেশ্বর রিচার্ড বসলেন সিংহাসনে। জনকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে রিচার্ড আপন জ্ঞাতি নরম্যান বিদ্রোহীদের কঠোর হস্তে দমন করলেন।

রিচার্ডের গুণে সিড্রিক মুগ্ধ হলেন। তিনি স্যাক্সন, তাই নরম্যানদের ঘোরতর বিরোধী। এমনই আশ্চর্য, তাঁর মতো লোকও রিচার্ডকে সহজেই মেনে নিলেন। দুটো ঝগড়াটে জাতি ঝগড়া

করেই শক্তি ক্ষয় করছিল, এবার তাদের মিলন হোল। কেউ ছোট বা বড় নয়; সবাই সমান। তাদের ভাগ্যবিধাতা ইংলণ্ডেশ্বর। ভাষা তাদের একমাত্র ইংরেজি। নরম্যান ও স্যাক্সনদের মিলিত ভাষা যে এমন শক্তিশালী হবে,—একথা কে কবে ভেবেছিল!

সিড্রিক নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। আইভ্যান্‌হোর সঙ্গে খুব ঘটা করে বিয়ে হোল রোয়েনার। রিচার্ড এসে আশীর্বাদ করলেন দুজনকে। সিড্রিকের কী আনন্দ। শুধু ইংলণ্ডেশ্বরের জন্যই ঘর-ছাড়া ছেলে ঘরে ফিরলো। পালিতা লেডী রোয়েনা হলেন, তার একমাত্র ছেলের বৌ। রদারহুড ভবন হোল রোয়েনার নিজের ভবন। কোনোদিকেই যেন গরমিল নেই।

কিন্তু তাও কি সম্ভব? পৃথিবীতে সবাই সব চাইলেই কি সব কিছু পায়? পৃথিবীতে এমন কোনো নদী আছে কি, যে নদী দুই দিক গড়ে? একদিক ভাঙবেই।

কি বলছিলাম? ও, রোয়েনার কথা। রোয়েনা ত সংসার পাতছে। আনন্দের তার সীমা নেই। ঝি-চাকর কত লোক রয়েছে, তবু নিজে দেখে শুনে তদারক করে সংসার না সাজালে মন তার খুঁত খুঁত করে। ঘরের কাজেই সেদিন রোয়েনা ব্যস্ত। এমন সময় তার সহচরী এলিগিথা এসে খবর দিল, কে একজন লেডির সঙ্গে দেখা করতে চায়। রোয়েনার আদেশে যে এলো সে নোতুন কেউ নয়, তবে মূর্তিটা যেন অভিনব। যেমন গড়ন, তেমনি বরণ, ধবধবে শাদা ঘোমটা। রোয়েনার সামনে নতজানু হয়ে

একহাতে নিজের কপাল ছুঁয়ে মাথাটা নিচু করে রোয়েনার কাপড়ের খুঁটটি ধরে এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করলো। লেডী রোয়েনার মনে হোল, এমন অভিবাদন তিনি জীবনে কখনো পাননি। তাই তাঁর বিস্ময়ের সীমা থাকলো না। কেনই বা তাঁকে এতো সম্মান দেখানো—এই প্রশ্ন বারবার তাঁর মনকে পীড়িত করছিলো। তিনি এই ব্যাপারে নিজেকে অপদস্থ-ই মনে করছিলেন।

লেডী রোয়েনার জড়তার ভাব দেখে আগন্তুক রমণী বললো—আমি সেই ইহুদী রমণী। আপনার স্বামী টেমপ্লেষ্টোর প্রান্তরে আমার জন্যেই দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করে আমার মান বাঁচিয়েছেন।

রোয়েনা বললেন—আপনিই রেবেকা? ওসব কথা রাখুন। আপনিই আমার স্বামীকে সেবা শুশ্রূষা করে বাঁচিয়েছেন। আপনি যা করেছেন—তার তুলনা হয় না। আমার স্বামীর কথা আপনি অনেক বাড়িয়ে বলছেন।

রেবেকা বললো—তাঁকে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাবেন। কালই আমরা এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

রোয়েনা জিগ্যেস করলেন—কোথায়?

রেবেকা বললো—যে দিকে দুচোখ যায়। এ দেশে থাকার সাধ মিটেছে আমার, শুধু চোখের পিপাসা মেটেনি। আর যতদিন বাঁচবো আমার মনে থাকে যেন টরকুইলস্টোন দুর্গে থাকার দিনগুলি। গর্বে আমার বুক ফুলে ওঠে। বিদায়—হ্যাঁ, এই নিন আমার সামান্য উপহার।—এই বলে রেবেকা গায়ের সমস্ত অলঙ্কার রোয়েনাকে দিল।

রোয়েনা বাধা দিলেন, তার কাছে বোনের মতো থাকতেও অনুরোধ করলেন কতো। সব চেষ্টাই বৃথা হোল।

গভীর দুঃখে রেবেকা বললো—অলঙ্কার আমাকে আর মানায় না। যাকে মানাবে, তাকেই দিলাম। আমি ত ইহুদী; ইহুদী নারীর একমাত্র ধর্ম মানুষের সেবা করা, আমি সেই কাজেরই ভার নেব। আমি চাইনা, কিছুই চাইনা। আমার কথা আইভ্যান্‌হোর যদি কখনো মনে পড়ে, তাহলে তাঁকে শুধু ঐ কথাই বলবেন।

নৌকো প্রস্তুত। আর বেশি দেরী করা যায় না। রেবেকা গিয়ে নৌকোয় উঠলো। স্রোতের টানে নৌকো চলেছে গ্রেনাডা রাজ্যের দিকে। লেডী রোয়েনা অবাক বিস্ময়ে নৌকোর দিকে তাকিয়ে রেবেকার ত্যাগের কথা ভাবছিলেন। পিছনে এসে কখন দাঁড়িয়েছেন আইভ্যান্‌হো। সে ব্যাপারে কোনো হুঁস নেই তার।

রোয়েনা আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলেন,—ঐ, ঐ, ঐ যে চলেছে—।

কে যায়?—সে কথা জিগ্যেস করার দরকার হোল না আইভ্যান্‌হোর। তিনি অনেক দূর পর্যন্ত তাকিয়ে দেখলেন,—কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। হয়তো তাঁর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস হঠাৎ কখন হাল্কা পালে ধাক্কা দিয়ে এক নিঃশ্বাসে হারিয়ে দিল নৌকোটাকে। দেখা যায় শুধু নদীর বুকে ঢেউ ওঠে, আর মিলিয়ে যায়।

রোয়েনার হাত ধরে ধীর মন্থর গতিতে যেন একা-একা ঘরে এলেন আইভ্যান্‌হো।